বিসমিল্লাহির রহ-মা-নির রহীম

পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে (শুরু)।

কামিল (স্নাতকোত্তর) তাফসীর ১ম পর্ব

৪র্থ পত্র : আত-তাফসীরুল মুআসির-১

বিষয় কোড: ৬২১১০৪

নির্ধারিত গ্রন্থ: ছফওয়াতুত তাফাসীর

(صفوة التفاسير: الشيخ محمد علي الصابوني)

নির্ধারিত পাঠ: সূরা আশ-শূরার শুরু থেকে সূরা আন-নাসের শেষ পর্যন্ত

(من بداية سورة الشورى الى نهاية سورة الناس)

▪ মানবন্টন

- **ক) তাফসিরসহ অনুবাদ:** ৮টি থাকবে ৫টির উত্তর দিতে হবে: ৫×৮=৪০
- **খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:** ১৫টি থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে: ১০×৫=৫০
- **গ) বিস্তারিত প্রশ্ন:** (প্রশ্ন হবে কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট) ২টি থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১০=১০

▪ স্পেশাল সাজেশন

- **খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূরা ও আয়াত (পরীক্ষার জন্য শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি):**
- **১. সূরা আশ-শুরা: ৪২/১-৬**
- **২. সূরা আল-হুজুরাত: ৪৯/১-৪**
- **৩. সূরা আর-রহমান: ৫৫/১-১৩, ৪৬-৭৮**
- **৪. সূরা আল-মুজাদালাহ: ৫৮/১-৪**
- **৫. সূরা আল-মুলক: ৬৭/১-৫, ১২-১৫**
- **৬. সূরা আল-আ'লা: ৮৭/১-৯, ৯-১০**
- **৭. সূরা আয-যিলযাল: ৯৯/১-৮**
- **৮. সূরা আল-মাউন: ১০৭/১-৭**
- **৯. সূরা আল-হাশর: ৫৯/২২-২৪**
- **১০. সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৬০/১, ১০, ১১, ১২**
- **১১. সূরা আল-জুমু'আহ: ৬২/৯, ১০, ১১**
- **১২. সূরা আল-মুনাফিকুন: ৬৩/১-৪, ৭-৮**
- **১৩. সূরা আত-তালাক: ৬৫/১-৭**
- **১৪. সূরা আত-তাহরীম: ৬৬/৬-৮**
- **১৫. সূরা সূরা আল-কিয়ামাহ: ৭৫/১-১৪, ১৬-১৯**
- **১৬. সূরা আদ-দাহর (আল-ইনসান): ৭৬/৫-২২**
- **১৭. সূরা আল-বুরূজ: ৮৫/১-১৬**
- **১৮. সূরা আত-তারিক: ৮৬/১-১৭**

অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আয়াত:

- সূরা আল-ফাতহ (৪৮): আয়াত ২৯ (সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য)।
- সূরা ক্বাফ (৫০): আয়াত ১৬-১৮ (মানুষের কর্ম সংরক্ষণ)।
- সূরা আয-যারিয়াত (৫১): আয়াত ১৫-১৯ (মুত্তাকীদের প্রতিদান), আয়াত ৫৬-৫৮ (সৃষ্টির উদ্দেশ্য)।

- সূরা আন-নাজম (৫৩): আয়াত ১-১৮ (মি'রাজের ঘটনা)।

পরামর্শ:

- প্রথমে এই মার্ক করা সূরাগুলোর মূল বিষয়বস্তু, শানে নুযুল (প্রয়োজন হলে) এবং গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলোর সরল অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দ্রুত রিভিশন করুন।
- যদি সময় থাকে, তাহলে পূর্বে আলোচনা করা অন্য সূরাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলো একবার চোখ বুলিয়ে যান।
- বেশি মনোযোগ দিন মাদানী সূরাগুলোতে, কারণ এগুলোতে শরীয়তের বিধি-বিধান সংক্রান্ত আলোচনা বেশি থাকে।
- আল্লাহর সাহায্য চান এবং শান্ত মন নিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিন।

আল্লাহ আপনাকে কামিয়াব করুন।

- **বিস্তারিত প্রশ্ন: কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট বিষয়:** ছফওয়াতুত তাফাসীরের বৈশিষ্ট্যসমূহ

▪ বিস্তৃত সাজেশন

- **মোট ৮৩টি সূরা রয়েছে (সূরা আশ-শূরা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত)।**

▪ ক) তাফসিরসহ অনুবাদ: ৮টি থাকবে ৫টির উত্তর দিতে হবে: ৫×৮=৪০

• ১. সূরা আশ-শুরা: ৪২/১-৬

١- حم (١) عسق (٢) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٤) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٦)

١-২: حم- عسق

অনুবাদ: হা-মীম। আইন-সীন-ক্বাফ।

ব্যাখ্যা: এই দুইটি অক্ষরকে "আল-হুরুফুল মুকাত্তা'আহ" (المُقَطَّعَةُ الْحُرُوفُ) বলা হয়, যার অর্থ বিচ্ছিন্ন অক্ষর। এগুলোর তাৎপর্য ও অর্থ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ বলেন এগুলোর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আবার কারো মতে, এগুলি কুরআনের মোজেজা (অলৌকিকতা) প্রমাণ করে যে, এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো থেকেই মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ জানানো কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য। এছাড়াও, প্রতিটি অক্ষরের নিজস্ব গাণিতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য থাকতে পারে।

৩- كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অনুবাদ: এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যেভাবে পূর্বেকার রাসূলগণের প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছিল, তেমনিভাবে পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আপনার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিও ওহী প্রেরণ করেন। এখানে 'আযীয' (পরাক্রমশালী) আল্লাহর ক্ষমতার পূর্ণতা এবং 'হাকীম' (প্রজ্ঞাময়) তাঁর প্রতিটি কাজের হিকমত ও তাৎপর্য নির্দেশ করে।

٤- لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অনুবাদ: আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর; এবং তিনিই সর্বোচ্চ, মহান।

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের ঘোষণা করা হয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। তিনি 'আল-আলিয়্যু' (সর্বোচ্চ) অর্থাৎ মর্যাদার দিক থেকে তিনি সকলের ঊর্ধ্বে এবং 'আল-আযীম' (মহাপরাক্রমশালী) অর্থাৎ ক্ষমতার দিক থেকেও তিনি অতুলনীয়।

٥- تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অনুবাদ: তাদের উপর থেকে আকাশসমূহ যেন ফেটে পড়বে এবং ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখুন, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহর মহত্ত্ব ও ভয়ে আকাশের অবস্থা এবং ফেরেশতাদের কার্যক্রম বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর ভয়ে আকাশসমূহ যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। আর ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীতে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

٦- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

অনুবাদ: আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের তত্ত্বাবধায়ক; এবং আপনি তাদের কর্মবিধায়ক নন।

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে। আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত এবং তাদের কর্মের হিসাব নেবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলা হচ্ছে যে, তাদের উপর তিনি তত্ত্বাবধায়ক বা জিম্মাদার নন যে তিনি তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। তাঁর দায়িত্ব শুধু আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া।

• ২. সূরা আল-হুজুরাত: ৪৯/১-৪

٢-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا

تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আয়াত ১:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন:

- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী না হওয়া: এর অর্থ হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেওয়ার আগে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কথা বা কাজ শুরু না করা। দ্বীনের কোনো বিষয়ে নিজেদের মতামতকে আল্লাহ ও রাসূলের মতামতের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া উচিত নয়। বরং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করাই মুমিনের প্রধান কর্তব্য। কোনো বিধান বা মাসআলার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করাই ঈমানের পরিচায়ক।
- আল্লাহকে ভয় করা: এই আদেশের মাধ্যমে মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন। সুতরাং, মুমিনদের উচিত সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অসন্তুষ্ট করে।

আয়াত ২:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা তা বুঝতেও পারবে না।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মুমিনদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করা হয়েছে:

- নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু না করা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বা তাঁর সাথে কথা বলার সময় নিজেদের আওয়াজ তাঁর আওয়াজের চেয়ে উঁচু করা আদবের খেলাফ। এটি তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের শামিল।
- নবীর সাথে উচ্চস্বরে কথা না বলা: নিজেদের মধ্যে যেভাবে সাধারণভাবে উচ্চস্বরে কথা বলা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তেমনভাবে উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়। তাঁর সাথে সবসময় সম্মান ও নম্রতার সাথে কথা বলা উচিত।

আয়াতের শেষাংশে কঠোর সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে যে, এই ধরনের বেয়াদবিমূলক আচরণের কারণে মানুষের সৎকর্মগুলো নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে এবং সে সম্পর্কে তারা অবগতও হবে না।

আয়াত ৩:

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, তারাই তো সেই লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। যারা রাসূলের সামনে নিজেদের আওয়াজ নিচু রাখে, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো:

- তাদের অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন: এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছেন। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং রাসূলের প্রতি সম্মান বিদ্যমান।
- তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার: যারা রাসূলের প্রতি সম্মান দেখায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের জন্য জান্নাতে মহান প্রতিদান রেখেছেন।

আয়াত ৪:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

অনুবাদ: নিশ্চয়ই যারা তোমাকে হুজরার পেছন থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে কিছু বেদুইনদের আচরণের সমালোচনা করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরার বাইরে থেকে উচ্চস্বরে তাঁকে ডাকত। আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তাদের এই ধরনের আচরণ অজ্ঞতা ও বিবেকহীনতার পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত জীবনে এবং তাঁর বিশ্রামের সময়ে এভাবে ডাকাডাকি করা আদবের পরিপন্থী। তাদের উচিত ছিল রাসূলের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা এবং ধৈর্য ধরে তাঁর বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা অথবা ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া।

মোটকথা, সূরা আল-হুজুরাতের এই প্রাথমিক আয়াতগুলোতে মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

• ৩. সূরা আর-রহমান: ৫৫/১-১৩

٣-الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)

আয়াত ১:

الرَّحْمَنُ

অনুবাদ: পরম করুণাময়।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই শব্দটি আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর অর্থ হলো 'অত্যন্ত দয়ালু' বা 'পরম করুণাময়'। এই শব্দটি আল্লাহ তা'আলার সেই ব্যাপক রহমত ও দয়াকে নির্দেশ করে যা তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির উপর বর্ষণ করেন। সূরাটি এই পবিত্র নাম দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম দয়া ও করুণার প্রতি ইঙ্গিত করছেন এবং এরপর সেই দয়ার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করছেন।

আয়াত ২:

عَلَّمَ الْقُرْآنَ

অনুবাদ: তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়ার একটি বড় নিদর্শন হলো তিনি মানবজাতিকে কুরআনুল কারীম শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী, যা মানবজাতির জন্য হেদায়েত ও পথপ্রদর্শক। এর মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথ জানতে পারে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারে। কুরআন শিক্ষা দেওয়া আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ।

আয়াত ৩:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

অনুবাদ: তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার আরেকটি মহান দয়া হলো তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে বিবেক, বুদ্ধি ও কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। এই সৃষ্টি আল্লাহর কুদরতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

আয়াত ৪:

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

অনুবাদ: তিনি তাকে স্পষ্টভাবে কথা বলা শিখিয়েছেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, বরং তাকে স্পষ্টভাবে কথা বলার ক্ষমতাও দান করেছেন। 'আল-বায়ান' অর্থ হলো সুস্পষ্টভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা। এই ভাষার মাধ্যমেই মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহর বাণী বুঝতে পারে। এটি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ।

আয়াত ৫:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

অনুবাদ: সূর্য ও চন্দ্র হিসাব অনুযায়ী চলে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার আরেকটি নিদর্শন হলো সূর্য ও চন্দ্র। এগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম ও হিসাবের মাধ্যমে আবর্তিত হচ্ছে। এদের উদয়, অস্ত এবং কক্ষপথ নিখুঁতভাবে নির্ধারিত। এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ।

আয়াত ৬:

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

অনুবাদ: তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সিজদা করে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: 'আন-নাজম' শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে - তারকা এবং তৃণলতা। এখানে উভয় অর্থই প্রযোজ্য। তারকাগুলো আল্লাহর হুকুমে তাদের নির্দিষ্ট পথে চলে এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি আল্লাহর নিয়ম মেনে চলে, যা এক প্রকার সিজদার শামিল। তারা আল্লাহর ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

আয়াত ৭:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

অনুবাদ: তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা আকাশকে স্তম্ভবিহীনভাবে উঁচু করে রেখেছেন। 'আল-মীযান' অর্থ হলো ন্যায়বিচার, ভারসাম্য ও পরিমাপের যন্ত্র। এখানে এর ব্যাপক অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আয়াত ৮:

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

অনুবাদ: যাতে তোমরা ওজনে বাড়াবাড়ি না কর।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন যাতে মানুষ ওজনে এবং সকল প্রকার লেনদেনে বাড়াবাড়ি না করে। এখানে 'ত্বাগাও' অর্থ হলো সীমা লঙ্ঘন করা। আল্লাহ চান মানুষ যেন ন্যায্য ও সঠিকভাবে ওজন এবং পরিমাপ করে।

আয়াত ৯:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

অনুবাদ: তোমরা সঠিকভাবে ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিও না।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওজনে সুবিচার করার এবং কম না দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। 'আল-কিসত' অর্থ হলো ন্যায় ও ইনসাফ। ব্যবসায়িক লেনদেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সঠিক ওজন ও পরিমাপ বজায় রাখা জরুরি। ওজনে কম দেওয়া অন্যায় এবং আল্লাহর হুকুমের লঙ্ঘন।

আয়াত ১০:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

অনুবাদ: তিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকুলের জন্য।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীকে সকল প্রকার জীবজন্তু ও মানুষের বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। 'আল-আনাম' অর্থ হলো সৃষ্টিকুল, যার মধ্যে মানুষ, জীবজন্তু ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবী তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু ধারণ করে।

আয়াত ১১:

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ

অনুবাদ: তাতে রয়েছে ফলমূল এবং খেজুর বৃক্ষ, যা আবরণে আবৃত থাকে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল রয়েছে যা মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির উৎস। খেজুর গাছের বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে, যার ফল একটি আবরণের মধ্যে থাকে। এটি আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

আয়াত ১২:

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

অনুবাদ: আর রয়েছে শস্য, যার খোসা রয়েছে এবং সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার শস্যদানা রয়েছে যা মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। 'আল-আসফ' অর্থ হলো শস্যের খোসা বা পাতা। 'আর-রায়হান' অর্থ হলো সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ বা ফুল। এগুলো আল্লাহর নিয়ামত এবং তাঁর দয়ার প্রকাশ।

আয়াত ১৩:

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অনুবাদ: সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতটি এই সূরার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখানে জিন ও ইনসান উভয় জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের কথা উল্লেখ করার পর প্রশ্ন করা হয়েছে যে তারা তাঁর কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলার এতসব স্পষ্ট নিদর্শন ও অনুগ্রহের পরেও যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য এটি একটি কঠোর সতর্কবার্তা।

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়া, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে এবং মানুষকে তাঁর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার ও তাঁর আদেশ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

• ৪. সূরা আল-মুজাদালাহ: ৫৮/১-৪

٤- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

আয়াত ১:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

অনুবাদ: আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতটি খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ)-এর ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। তার স্বামী আওস ইবনে সামিত (রাঃ) জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত 'যিহার' প্রথা অনুযায়ী তাকে বলেছিলেন, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।" যিহারের মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক না দিয়েই স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হতো। খাওলা (রাঃ) এই অন্যায় আচরণের প্রতিকার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলেন এবং তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন।

আয়াতটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে আল্লাহ তা'আলা সেই নারীর কথা শুনেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার কথোপকথনও শুনেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিপদগ্রস্ত ও মাজলুমের ফরিয়াদ শোনেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি সবকিছু শোনেন এবং দেখেন, কারো কোনো কথা বা কাজ তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।

আয়াত ২:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয়ই তারা একটি গর্হিত ও মিথ্যা কথা বলে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে যিহারের কুপ্রথাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যারা তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের মায়ের সাথে তুলনা করে যিহার করে, তাদের এই কথা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। স্ত্রী কখনোই মায়ের সমতুল্য হতে পারে না। মায়ের মর্যাদা ও স্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আয়াতটিতে যিহারকে 'মুনকার' (গর্হিত কথা) ও 'যূর' (মিথ্যা) বলা হয়েছে। এটি একটি অন্যায় ও অসত্য কথা, যা স্ত্রীর অধিকার হরণ করে এবং পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে। তবে আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমা ও মার্জনার কথা উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো যারা অনুতপ্ত হবে এবং এই ধরনের কাজ থেকে ফিরে আসবে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

আয়াত ৩:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অনুবাদ: যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, অতঃপর তারা যা বলেছে তা প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাদের একে অপরের সাথে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এর মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে যিহারের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) বর্ণনা করা হয়েছে। যারা যিহার করার পর তাদের স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে চায়, তাদেরকে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে।

'ইয়াকুদুনা লিমা কালু' (যা বলেছে তা প্রত্যাহার করে নেয়) এর অর্থ হলো তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং তাদের স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়। এই ক্ষেত্রে, তাদের জন্য কাফফারা স্বরূপ দাস মুক্তি দেওয়া বাধ্যতামূলক। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই ঘৃণ্য প্রথাকে কঠিন করে দেন এবং মানুষকে এর পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত রাখেন। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত এবং তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

আয়াত ৪:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অনুবাদ: যার দাস মুক্তির সামর্থ্য নেই, তবে তার একে অপরের সাথে স্পর্শ করার আগে একটানা দুই মাস রোজা রাখতে হবে। আর যে ব্যক্তি এতেও অক্ষম, তবে ষাটজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে। এটা এজন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে যিহারের কাফফারার ধারাবাহিক স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কারো দাস মুক্তি দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তবে তাকে স্ত্রীর সাথে সহবাসের আগে একটানা দুই মাস রোজা রাখতে হবে। যদি রোজাও রাখতে অক্ষম হয়, তবে ষাটজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খাদ্য দান করতে হবে।

এই বিধানগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমা। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলে। যারা এই সীমা লঙ্ঘন করবে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

এই চারটি আয়াতে যিহারের মতো একটি অন্যায় প্রথার অবসান ঘটানো হয়েছে এবং এর কাফফারা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করা হয়েছে এবং পারিবারিক জীবনে ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

৫. সূরা আল-মুলক: ৬৭/১-৫

٥-تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (٥)

আয়াত ১:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অনুবাদ: কত বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব এবং যিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। 'তাবারা' অর্থ হলো প্রাচুর্যময়, কল্যাণময় ও বরকতময়। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার কল্যাণ ও বরকতের উৎস। 'বিইয়াদিহিল মুলক' অর্থ হলো যাঁর হাতে সকল রাজত্ব ও কর্তৃত্ব নিহিত। এই মহাবিশ্বের সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। 'ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর' অর্থ হলো এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। কোনো কিছুই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়।

আয়াত ২:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

অনুবাদ: যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার কুদরতের আরেকটি নিদর্শন হলো তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষা করা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যম হলো সৎকর্ম সম্পাদন করা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাদের কর্মের ভিত্তিতে পুরষ্কার ও শাস্তি দেবেন। 'আল-আযীয' অর্থ হলো পরাক্রমশালী, মহাপরাক্রান্ত। 'আল-গাফূর' অর্থ হলো ক্ষমাশীল, যিনি অনুতপ্ত বান্দাদের ক্ষমা করে দেন।

আয়াত ৩:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

অনুবাদ: যিনি স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিতে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্য বা খুঁত নেই। 'তাফাউত' অর্থ হলো অসামঞ্জস্য, পার্থক্য বা ত্রুটি। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর সৃষ্টির দিকে বারবার দৃষ্টি ফেরানোর আহ্বান জানাচ্ছেন, যাতে তারা এর নিখুঁততা উপলব্ধি করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে এই বিশাল সৃষ্টি কোনো ভুল বা ত্রুটি ছাড়াই সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। 'ফুতূর' অর্থ হলো ফাটল বা দুর্বলতা।

আয়াত ৪:

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

অনুবাদ: অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর সৃষ্টির পূর্ণতা ও নিখুঁততা তুলে ধরছেন। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবে না। বারবার দৃষ্টি ফেরানোর পরেও দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে, কিন্তু কোনো খুঁত ধরা পড়বে না। 'খাসিআন' অর্থ হলো ব্যর্থ, হতাশ ও লাঞ্ছিত অবস্থায়। 'হাসীর' অর্থ হলো ক্লান্ত, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত।

আয়াত ৫:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

অনুবাদ: আর অবশ্যই আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা (নক্ষত্র) দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছি। আর আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত করেছেন, যা রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করে এবং আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। 'মাসাবীহ' অর্থ হলো প্রদীপমালা বা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই নক্ষত্রগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু হিসেবেও ব্যবহার করা হয়, যখন তারা আকাশের দিকে উঠে কোনো গোপন খবর জানার চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করেন। 'রুজূমান' অর্থ হলো নিক্ষেপের বস্তু। আর যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং শয়তানের পথে চলে, তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। 'আযাবুস সা'ঈর' অর্থ হলো জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

এই পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা, নিখুঁত সৃষ্টি এবং তাঁর পরীক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আকাশ ও নক্ষত্রের সৌন্দর্য এবং শয়তানদের জন্য শাস্তির ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও ন্যায়বিচারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

▪ ৫. সূরা আল-মুলক: ৬৭/১২-১৫

আয়াত ১২:

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ(12)

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে উন মুমিনদের কথা বলা হয়েছে যারা **'بِالْغَيْبِ'** অর্থাৎ না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। এর অর্থ হলো, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ভয় রাখে। তাদের এই ভয় কোনো লোক দেখানো বা সামাজিক চাপের কারণে নয়, বরং তাদের অন্তরের গভীর বিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধার ফল।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) আরও বলেন, এই প্রকার আল্লাহভীতির ফলস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের **'مَغْفِرَةٌ'** অর্থাৎ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে **'وَأَجْرٌ كَبِيرٌ'** অর্থাৎ বিশাল প্রতিদান, যা হলো জান্নাত ও তার নেয়ামতসমূহ। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিক ভয় ও শ্রদ্ধার গুরুত্ব এবং এর প্রতিদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে।

আয়াত ১৩:

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(13)

অনুবাদ: তোমরা তোমাদের কথা গোপন রাখো অথবা তা প্রকাশ করো, নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সাবুনি (রহ.) আল্লাহ তা'আলার সর্বজ্ঞতার পরিচয় দেন। তিনি বলেন, তোমরা **'وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ'** অর্থাৎ তোমাদের গোপন কথা **'أَوِ اجْهَرُوا بِهِ'** অথবা তোমাদের প্রকাশ্য কথা - যাই বল না কেন, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বিশেষভাবে **'إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ'** এই অংশের উপর জোর দেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ কেবল তোমাদের মুখের কথাই জানেন না, বরং **'بِذَاتِ الصُّدُورِ'** অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের গোপন ইচ্ছাসমূহ, চিন্তা ও ধারণাসমূহ সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত। সুতরাং, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য কোনো কিছুই তাঁর কাছে অস্পষ্ট নয়। এই আয়াতটি বান্দাদেরকে তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের ব্যাপারে সতর্ক করে এবং আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাপকতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

আয়াত ১৪:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ(14)

অনুবাদ: যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে আল্লামা সাবুনি (রহ.) একটি যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। **'أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ'** অর্থাৎ যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত নন? এটা কি সম্ভব? অবশ্যই নয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করেন: **'وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ'**। আল্লামা সাবুনি (রহ.) এই দুটি নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন:

- **'اللَّطِيفُ' (আল-লাতীফ):** এর অর্থ হলো অতি সূক্ষ্মদর্শী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে এমন সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখেন যা মানুষের ধারণারও বাইরে। তিনি প্রতিটি সৃষ্টির ভেতরের রহস্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।
- **'الْخَبِيرُ' (আল-খাবীর):** এর অর্থ হলো সর্বজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।

সুতরাং, যিনি নিখুঁতভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ, তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকতে পারে না। এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

আয়াত ১৫:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)

অনুবাদ: তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করেছেন; অতএব তোমরা এর দিগদিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিযিক থেকে আহার করো; আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরেকটি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। **'هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا'** অর্থাৎ তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম ও অনুগত করেছেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করেছেন, একে নরম ও স্থিতিশীল করেছেন যাতে মানুষ এর উপর সহজে চলাচল করতে পারে এবং চাষাবাদ করতে পারে।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) **'فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا'** এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুনাকিব' শব্দের অর্থ হলো ভূপৃষ্ঠের উঁচু স্থান, পাহাড়ের পার্শ্বদেশ বা দিগদিগন্ত। এর অর্থ হলো, তোমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিচরণ করো, ব্যবসা-বাণিজ্য করো এবং জীবিকা অন্বেষণ করো।

'وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ' অর্থাৎ এবং আল্লাহ তা'আলার দেওয়া রিযিক থেকে আহার করো। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য অসংখ্য প্রকার খাদ্য ও জীবিকার উৎস সৃষ্টি করেছেন।

শেষে বলা হয়েছে **'وَإِلَيْهِ النُّشُورُ'** অর্থাৎ আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন। এর অর্থ হলো, মৃত্যুর পর সকল মানুষকে হিসাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছেই ফিরে যেতে হবে। এই আয়াতটি মানুষকে পৃথিবীতে জীবিকা নির্বাহের জন্য চেষ্টা করতে উৎসাহিত করে এবং একইসাথে আখিরাতের জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সারসংক্ষেপ (সূরা আল-মুলক: ১২-১৫ - সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে):

এই চারটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি তাঁর ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ঘোষণা দেন যারা না দেখেও তাঁকে ভয় করে। তিনি তাঁর সর্বজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন যে মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতায়। যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি অবশ্যই তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করেছেন এবং এর দিগদিগন্তে বিচরণ করে তাঁর দেওয়া রিযিক অন্বেষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশেষে, সকল মানুষকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। এই আয়াতগুলো আল্লাহভীতি, তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা, পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের ব্যবস্থা এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করে।

• ৬. সূরা আল-আ'লা: ৮৭/১-৯

٦-سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (٩)

আয়াত ১:

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

অনুবাদ: তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মহান প্রতিপালকের নামের তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 'আল-আ'লা' অর্থ হলো সর্বোচ্চ, সুউচ্চ। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র এবং তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নামের পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়।

আয়াত ২:

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى

অনুবাদ: যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। 'খালাকা' অর্থ হলো সৃষ্টি করা এবং 'সাওওয়া' অর্থ হলো সুবিন্যস্ত করা, সঠিক অনুপাতে তৈরি করা। আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি সৃষ্টি নিখুঁত ও সুষম।

আয়াত ৩:

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

অনুবাদ: যিনি নির্ধারণ করেছেন অতঃপর পথ দেখিয়েছেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টির ভাগ্য ও পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এবং তারপর সেগুলোকে তাদের নিজ নিজ পথে পরিচালিত করেছেন। 'কাদ্দারা' অর্থ হলো নির্ধারণ করা, তাকদীর করা এবং 'হাদা' অর্থ হলো পথ দেখানো, দিকনির্দেশনা দেওয়া। আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টিকে তার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা দান করেছেন।

আয়াত ৪:

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى

অনুবাদ: এবং যিনি তৃণভূমি উৎপন্ন করেছেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়ার আরেকটি নিদর্শন হলো তিনি জীবজন্তুর খাদ্য ও মানুষের কল্যাণের জন্য তৃণভূমি ও চারণক্ষেত্র উৎপন্ন করেছেন। 'আল-মার'আ' অর্থ হলো তৃণভূমি, চারণক্ষেত্র বা ঘাস।

আয়াত ৫:

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى

অনুবাদ: অতঃপর তিনি তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা যেমন সবুজ তৃণভূমি উৎপন্ন করেন, তেমনি এক সময় তা শুকিয়ে কালো আবর্জনায় পরিণত হয়। 'গুছা' অর্থ হলো শুকনো আবর্জনা, খড়কুটো এবং 'আহওয়া' অর্থ হলো কালো বা কালচে। এই আয়াতে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং আল্লাহর ক্ষমতার পরিবর্তনশীলতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আয়াত ৬:

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى

অনুবাদ: শীঘ্রই আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং ওয়াদা করা হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমনভাবে কুরআন পাঠ করাবেন যে তিনি তা ভুলবেন না। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

আয়াত ৭:

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

অনুবাদ: তবে আল্লাহ যা চান। নিশ্চয়ই তিনি জানেন যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: পূর্বের আয়াতের ব্যতিক্রম হলো এই আয়াত। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই নয়। তিনি যা চান, তাই হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণশক্তির বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, যা মানুষ প্রকাশ্যে করে এবং যা তাদের অন্তরে গোপন থাকে।

আয়াত ৮:

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى

অনুবাদ: এবং আমি তোমার জন্য সহজ পথ সুগম করব।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দ্বীনের পথে চলা এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালন করা সহজ করে দেবেন। 'আল-ইউসরা' অর্থ হলো সহজ পথ, সরল পথ বা কল্যাণময় পথ।

আয়াত ৯:

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى

অনুবাদ: সুতরাং তুমি উপদেশ দাও, যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপদেশ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত উপদেশ ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 'যাক্কির' অর্থ হলো উপদেশ দেওয়া এবং 'যিকরা' অর্থ হলো উপদেশ, স্মরণ। উপদেশ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন। যদি দেখা যায় উপদেশ কোনো ফল দিচ্ছে না, তবুও উপদেশ দেওয়া অব্যাহত রাখা উচিত, কারণ কখন কার অন্তরে তা রেখাপাত করে তা বলা যায় না।

এই নয়টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার মহিমা, সৃষ্টি নৈপুণ্য, দিকনির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি উপদেশ দেওয়ার গুরুত্ব এবং এর ফলপ্রসূতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

• ৭. সূরা আয-যিলযাল: ৯৯/১-৮

৭-إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

আয়াত ১:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

অনুবাদ: যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। যখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে। 'যিলযাল' শব্দের অর্থ হলো প্রবল ঝাঁকুনি বা কম্পন। 'যিলযালাহা' দ্বারা সেই ভয়াবহ ও চূড়ান্ত কম্পনকে বোঝানো হয়েছে যা কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে।

আয়াত ২:

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

অনুবাদ: এবং পৃথিবী তার বোঝা বের করে দেবে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার অভ্যন্তরে লুকানো সকল বোঝা, যেমন মৃত মানুষ ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র বের করে দেবে। 'আছকাল' শব্দের অর্থ হলো বোঝা, ভার বা গোপন জিনিস। এই দিনে পৃথিবী তার ভেতরের সবকিছু উদগীরণ করবে।

আয়াত ৩:

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

অনুবাদ: এবং মানুষ বলবে, এর কী হলো?

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: পৃথিবীর এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে মানুষ হতভম্ব ও আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, পৃথিবীর কী হয়েছে? কেন এটি এমন অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে এবং তার ভেতরের জিনিসপত্র বের করে দিচ্ছে?

আয়াত ৪:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

অনুবাদ: সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার উপর সংঘটিত সকল ঘটনা ও মানুষের কাজকর্মের সাক্ষ্য দেবে। 'আখবার' শব্দের অর্থ হলো সংবাদ, বৃত্তান্ত বা তথ্য। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পৃথিবী তার উপর ভালো ও মন্দ যা কিছু ঘটেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করবে।

আয়াত ৫:

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

অনুবাদ: কারণ তোমার রব তাকে প্রত্যাদেশ করবেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: পৃথিবী যে সেদিন কথা বলবে এবং তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, তা আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশ ও নির্দেশের কারণেই সম্ভব হবে। 'আওহা' অর্থ হলো প্রত্যাদেশ করা, নির্দেশ দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা সেদিন পৃথিবীকে কথা বলার এবং সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষমতা দান করবেন।

আয়াত ৬:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

অনুবাদ: সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: কিয়ামতের দিন মানুষ তাদের কবর থেকে বিভিন্ন দলে দলে একত্রিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যাত্রা করবে। 'ইয়াসদুর' অর্থ হলো বের হওয়া, প্রত্যাবর্তন করা এবং 'আশতাত' অর্থ হলো বিভিন্ন দল বা বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। এর উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম দেখানো হবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে।

আয়াত ৭:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

অনুবাদ: সুতরাং যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখবে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। সেদিন সামান্যতম সৎকর্মও বৃথা যাবে না, বরং প্রত্যেক কর্মীর কর্মফল সে দেখতে পাবে এবং তার প্রতিদান পাবে। 'মিছক্বালু যাররাহ' অর্থ হলো অণু পরিমাণ বা ক্ষুদ্রতম কণা পরিমাণ।

আয়াত ৮:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

অনুবাদ: এবং যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সেও তা দেখবে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা: যেমন সামান্যতম সৎকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে, তেমনি সামান্যতম অসৎকর্মও সেদিন দৃষ্টিগোচর হবে এবং তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার বিচারে কোনো প্রকার অবিচার করা হবে না।

এই আটটি আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহতা, সেদিন পৃথিবীর সাক্ষ্য দেওয়া, মানুষের পুনরুত্থান এবং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ন্যায়বিচারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মানুষকে তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং সৎকর্ম করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

• ৮. সূরা আল-মাউন: ১০৭/১-৭

٨- أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

আয়াত ১:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١)

অনুবাদ: আপনি কি দেখেছেন সেই ব্যক্তিকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে?

সফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতের শুরুতে বিস্ময়সূচক প্রশ্ন উত্থাপন করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছেন যে 'الدِّينِ' (দ্বীন)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। 'দ্বীন' শব্দের তাৎপর্য এখানে ব্যাপক। এর প্রধান অর্থ হলো **প্রতিদান দিবস (কিয়ামত)**। যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তারা আল্লাহর বিচার, কর্মের প্রতিফল এবং আখিরাতের জীবনকে অবিশ্বাস করে। এই অবিশ্বাস তাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়, কারণ তারা মনে করে তাদের পার্থিব কার্যকলাপের কোনো চূড়ান্ত জবাবদিহি নেই।

এছাড়াও, 'দ্বীন' শব্দের অপর একটি অর্থ হলো **ইসলাম ধর্ম**। সুতরাং, এই আয়াতের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিকেও ইঙ্গিত করা হতে পারে যে মুখে নিজেকে মুসলিম দাবী করে কিন্তু কার্যত ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, বিশ্বাস ও অনুশাসনকে উপেক্ষা করে বা অস্বীকার করে। তাদের ঈমান আন্তরিকতাহীন এবং বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আল্লাহ তা'আলার এই প্রশ্ন শুধু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই নয়, বরং সকল বিশ্বাসীর জন্য একটি গভীর চিন্তার খোরাক। এটি ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ - আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের তাৎপর্য তুলে ধরে এবং যারা এই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত, তাদের পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করে।

আয়াত ২:

فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢)

অনুবাদ: সে তো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়।

সফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেই দ্বীন অস্বীকারকারীর একটি সুস্পষ্ট ও নিন্দনীয় আচরণের পরিচয় দিচ্ছেন। 'يَدُعُّ الْيَتِيمَ' (ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়) এর আভিধানিক অর্থ হলো কঠোরভাবে ধাক্কা দেওয়া, বিতাড়িত করা বা প্রত্যাখ্যান করা। আল্লামা সাবুনি (রহ.) এর পারিভাষিক অর্থে বলেন, এর দ্বারা ইয়াতীমের প্রতি **জুলুম করা, তাদের অধিকার হরণ করা, তাদের প্রতি কোনো প্রকার দয়া ও সহানুভূতি না দেখানো** এবং তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া বোঝায়।

ইয়াতীম হলো সেই শিশু যার পিতা মারা গেছেন এবং যে এখনও সাবালক হয়নি। ইসলামী শরীয়তে ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার এবং তাদের অধিকার রক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ তারা সমাজে দুর্বল ও অসহায়। কিন্তু যারা কিয়ামত বা দ্বীনকে মিথ্যা মনে করে, তাদের অন্তরে সাধারণত এই ধরনের মানবিক মূল্যবোধ অনুপস্থিত থাকে। তারা পার্থিব স্বার্থের লোভে ইয়াতীমদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে এবং তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণেও উদাসীন থাকে।

এই আয়াতটি মুসলিম সমাজকে ইয়াতীমদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায়সঙ্গত আচরণের নির্দেশ দেয়। ইয়াতীমদের প্রতি খারাপ ব্যবহার দ্বীন অস্বীকারকারীদের একটি লক্ষণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত ৩:

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

অনুবাদ: এবং দরিদ্রকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না।

সফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

এই আয়াতে দ্বীন অস্বীকারকারীর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে - দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি তার উদাসীনতা। 'وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ' (এবং দরিদ্রকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না) এর ব্যাখ্যায় আল্লামা সাবুনি (রহ.) দুটি প্রধান দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেন:

- **নিজে খাদ্য দান না করা:** এই শ্রেণির ব্যক্তি নিজে তো দরিদ্র ও ক্ষুধার্তদের খাদ্য দান করে না। তাদের অন্তরে কৃপণতা ও স্বার্থপরতা এত প্রবল থাকে যে, তারা অন্যের ক্ষুধা নিবারণের সামান্যতম চেষ্টাও করে না। তাদের সম্পদ শুধু নিজেদের ভোগ-বিলাসের জন্যই ব্যয় হয়, অভাবীদের জন্য নয়।

- **অন্যকে উৎসাহিত না করা:** শুধু তাই নয়, তারা অন্যকেও দরিদ্রদের খাদ্য দান করার জন্য উৎসাহিত করে না। সমাজের বিত্তবানদেরকে অভাবীদের সাহায্য করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বা এ বিষয়ে কোনো প্রকার কল্যাণমূলক উদ্যোগ নেওয়া তাদের স্বভাবের বিপরীত। এর মূল কারণ হলো, তাদের অন্তরে দরিদ্রদের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতি, মমত্ববোধ বা সামাজিক দায়িত্বের অনুভূতি থাকে না।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি সমাজের ধনী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদেরকে দরিদ্রদের প্রতি তাদের অবশ্যকর্তব্য সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করে। শুধু নিজে দান করাই যথেষ্ট নয়, বরং অন্যদেরকেও এই মহৎ কাজে উৎসাহিত করা এবং একটি সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা জরুরি। দরিদ্রদের প্রতি এই অবহেলা দ্বীন অস্বীকারের একটি পরিচায়ক।

আয়াত ৪:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤)

অনুবাদ: দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য,

সফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ শ্রেণির সালাত আদায়কারীদের জন্য 'فَوَيْلٌ' (ওয়াইল) - কঠিন শাস্তি, ধ্বংস বা জাহান্নামের একটি উপত্যকার ঘোষণা করছেন। আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এখানে বাহ্যিকভাবে সালাত আদায়কারী হলেও কিছু নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা এই শাস্তির যোগ্য।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে সকল সালাত আদায়কারীর জন্য দুর্ভোগের কথা বলেননি, বরং তাদের বিশেষণের সাথে এই শাস্তিকে যুক্ত করেছেন। এর পরের আয়াতে সেই বিশেষণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত ৫:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

অনুবাদ: যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন,

সফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

এই আয়াতে উন সকল সালাত আদায়কারীদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যাদের জন্য দুর্ভোগের ঘোষণা করা হয়েছে। 'سَاهُونَ' (সাহুন) শব্দের অর্থ হলো উদাসীন, অমনোযোগী, গাফেল থাকা। আল্লামা সাবুনি (রহ.) 'عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ' (তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন)-এর একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন:

- **সময়ানুবর্তিতার অভাব:** যারা সালাতের নির্ধারিত সময় পার করে অলসতা বা অন্য কোনো পার্থিব কারণে দেরিতে সালাত আদায় করে। সালাতের গুরুত্ব উপলব্ধি না করা এবং সময়কে তুচ্ছ জ্ঞান করাই এর মূল কারণ।

- **সালাতের রুকন ও শর্তাবলী পালনে ত্রুটি:** যারা সালাতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করে না, যেমন - তাড়াহুড়ো করে রুকু-সিজদা করা, মনোযোগের অভাব এবং সালাতের আদব ও সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞান না রাখা।
- **সালাতের আধ্যাত্মিক দিক থেকে গাফিলতি:** যারা সালাতের অর্থ ও তাৎপর্য বোঝে না এবং আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকে। তাদের মন সালাতের বাইরে বিভিন্ন জাগতিক চিন্তায় মগ্ন থাকে। তারা যেন কেবল একটি শারীরিক ব্যায়াম হিসেবে সালাত আদায় করে, যার কোনো আধ্যাত্মিক প্রভাব তাদের জীবনে পড়ে না।
- **সালাতের প্রতি অবহেলা:** কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারীর মতে, এর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সালাত ত্যাগ করাকেও বোঝানো হতে পারে, যদিও আল্লামা সাবুনি (রহ.) এখানে পূর্বের ব্যাখ্যাগুলোর উপর বেশি জোর দিয়েছেন।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াত উন সকল মুসলিমদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা যারা অভ্যাসের বশে বা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে কিন্তু তাদের অন্তরে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে না।

আয়াত ৬:

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)

অনুবাদ: যারা লোক দেখানোর জন্য (সালাত) আদায় করে,

সফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

এই আয়াতে দুর্ভোগের যোগ্য সালাত আদায়কারীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে - 'يُرَاءُونَ' (ইউরাউন), যার অর্থ হলো লোক দেখানো বা প্রদর্শনেচ্ছা। আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই শ্রেণির সালাত আদায়কারীরা আন্তরিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে না। তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে সমাজে নিজেদের ধার্মিক ও পরহেজগার হিসেবে জাহির করা এবং মানুষের প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করা।

তারা বাহ্যিকভাবে সালাতের রীতিনীতি পালন করে, কিন্তু তাদের অন্তরে ইখলাস (আন্তরিকতা) অনুপস্থিত থাকে। তাদের ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না, কারণ এর মূল ভিত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন নয়, বরং মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) রিয়াকে শিরকে আসগার (ছোট শিরক) হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে এটি ইবাদতের নূর ও বরকতকে নষ্ট করে দেয়। মুমিনের উচিত সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা এবং লোক দেখানোর মানসিকতা পরিহার করা।

আয়াত ৭:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

অনুবাদ: এবং সামান্যতম প্রয়োজনীয় জিনিসও (মানুষকে) দিতে কুণ্ঠাবোধ করে।

সফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

এই আয়াতে দুর্ভোগের যোগ্য সালাত আদায়কারীদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করা হয়েছে - 'يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ' (এবং মাউন দানে বাধা দেয়)। 'الْمَاعُونَ' (মাউন) শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এর দ্বারা দৈনন্দিন জীবনে অতি প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিসপত্র বোঝানো হয়, যেমন - হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, কুড়াল, বালতি, সুই-সুতা, পানি, লবণ ইত্যাদি যা মানুষ সাধারণত একে অপরের কাছে ধার হিসেবে চেয়ে থাকে।

এই আয়াতে উন কৃপণ ও সংকীর্ণমনা ব্যক্তিদের নিন্দা করা হয়েছে যারা তাদের প্রতিবেশী বা অভাবী ভাইদের সামান্যতম প্রয়োজনেও সাহায্য করতে অস্বীকার করে। তাদের অন্তরে এতটুকুও সহানুভূতি বা পরোপকারের ভাবনা থাকে না। তারা মনে করে এই সামান্য জিনিসগুলো দান করলে বা ধার দিলে তাদের সম্পদ কমে যাবে।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) আরও বলেন, 'মাউন' এর অর্থ শুধু বস্তুগত জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর ব্যাপক অর্থে জ্ঞান, পরামর্শ, সহযোগিতা বা যেকোনো প্রকার সাহায্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা অন্যের উপকারে আসে এবং যা প্রদান করলে দাতার কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। এই সামান্য সাহায্যটুকু প্রদানেও যারা কুণ্ঠাবোধ করে, তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে সামগ্রিক বিশ্লেষণ:

সূরা আল-মাউনের এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই সূরার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি। আল্লামা সাবুনি (রহ.) অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন যে, বাহ্যিক ইবাদতের সাথে সাথে আন্তরিক ঈমান, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তারা যেমন ইয়াতীম ও দরিদ্রের প্রতি নির্দয় হয়, তেমনি যারা নামেমাত্র মুসলিম, তাদের সালাত আন্তরিকতাহীন ও লোক দেখানো হতে পারে এবং তারা অন্যের সামান্যতম প্রয়োজনেও সাহায্য করতে কুণ্ঠাবোধ করতে পারে। এই উভয় প্রকার আচরণই আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির কারণ।

এই সূরাটি মুসলিম উম্মাহকে খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, যেখানে আন্তরিক ইবাদতের পাশাপাশি মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য করার মানসিকতা অপরিহার্য।

▪ ৯. সূরা আল-হাশর: ৫৯/২২-২৪

এই তিনটি আয়াত সূরা আল-হাশরের শেষাংশে অবস্থিত এবং এগুলো আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ (আসমাউল হুসনা) ও তাঁর মহিমান্বিত গুণাবলী বর্ণনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আয়াত ২২:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ(22)

অনুবাদ: তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী; তিনি পরম দয়ালু, অতি দয়ালু।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:
আল্লামা সাবুনি (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা শুরু করেন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ঘোষণার মাধ্যমে। **" هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ"** - তিনিই আল্লাহ, একমাত্র উপাসনার যোগ্য সত্তা। তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। এই বাক্যটি তাওহীদের মূল ভিত্তি।

এরপর আল্লাহ তা'আলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে: **"عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ"** - তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে, সবকিছুই তিনি জানেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।

শেষে তাঁর দুটি দয়াসূচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে: **"هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ"** - তিনি পরম দয়ালু, অতি দয়ালু। 'রাহমান' শব্দটি ব্যাপক অর্থে আল্লাহর অসীম দয়ার প্রকাশ ঘটায়, যা সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করে। 'রাহীম' শব্দটি বিশেষভাবে মুমিনদের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া ও করুণা বোঝায়।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, তাঁর সর্বজ্ঞতা এবং অসীম দয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বান্দাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে, তাঁর উপর ভরসা করতে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ও দয়া চাইতে উৎসাহিত করে।

আয়াত ২৩:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23)

অনুবাদ: তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র, শান্তিদানকারী, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষাকারী, পরাক্রমশালী, প্রবল, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী; তারা যা শরীক করে, তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র!

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আরও নয়টি মহিমান্বিত গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা সাবুনি (রহ.) প্রতিটি নামের তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন:

- **الْمَلِكُ (আল-মালিক):** বাদশাহ, সর্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

- **الْقُدُّوسُ (আল-কুদ্দুস):** অতি পবিত্র, সকল প্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত।
- **السَّلَامُ (আস-সালাম):** শান্তিদানকারী, সকল প্রকার অনিষ্ট ও বিপদ থেকে নিরাপদ।
- **الْمُؤْمِنُ (আল-মু'মিন):** নিরাপত্তাদানকারী, তাঁর বান্দাদেরকে শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখেন এবং তাদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করেন।
- **الْمُهَيْمِنُ (আল-মুহাইমিন):** রক্ষাকারী, তত্ত্বাবধায়ক, যিনি সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন।
- **الْعَزِيزُ (আল-'আযীয):** পরাক্রমশালী, অজেয়, যার ক্ষমতা ও প্রতাপের কোনো সীমা নেই।
- **الْجَبَّارُ (আল-জাব্বার):** প্রবল, যিনি তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করেন এবং সবকিছুকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখেন।
- **الْمُتَكَبِّرُ (আল-মু তাকাব্বির):** শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, যিনি সকল প্রকার দুর্বলতা ও নীচুতা থেকে মুক্ত এবং মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী।

শেষে বলা হয়েছে **"سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ"** - তারা যা শরীক করে, তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র! এই বাক্যটি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ঘোষণা করে এবং যারা তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করে তাদের শিরকের অসারতা প্রমাণ করে।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার মহিমান্বিত গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যা বান্দাদেরকে তাঁর প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং শিরকের মতো জঘন্য পাপ থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে।

আয়াত ২৪:

(24) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অনুবাদ: তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, রূপদানকারী; তাঁরই সুন্দর নামসমূহ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় বহন করে:

- **الْخَالِقُ (আল-খালিক):** সৃষ্টিকর্তা, যিনি শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।
- **الْبَارِئُ (আল-বারী'):** উদ্ভাবনকারী, যিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নতুন নতুন সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন।

- **الْمُصَوِّرُ (আল-মুসাওবির):** রূপদানকারী, যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে স্বতন্ত্র আকার ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে **"لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ"** - তাঁরই সুন্দর নামসমূহ। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সুন্দর ও পরিপূর্ণ গুণবাচক নাম রয়েছে, যা তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

"يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" - নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। সকল সৃষ্টিই আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, সচেতনভাবে হোক বা স্বভাবগতভাবেই হোক।

শেষে আবারও আল্লাহ তা'আলার দুটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে: **"وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"** - তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর ক্ষমতা দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁর সকল কর্ম প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ক্ষমতা, তাঁর সুন্দর নামসমূহ এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল সৃষ্টির তাঁর পবিত্রতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করে। এটি বান্দাদেরকে আল্লাহর প্রতি আরও বেশি অনুগত হতে এবং তাঁর মহিমা ও প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিতে উৎসাহিত করে।

সারসংক্ষেপ (সূরা আল-হাশর: ২২-২৪ - সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে):

এই তিনটি আয়াত আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ও গুণাবলী জানার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে তাঁর একত্ববাদ, সর্বজ্ঞতা, অসীম দয়া, সার্বভৌমত্ব, পবিত্রতা, নিরাপত্তা দানকারী, রক্ষাকারী, পরাক্রমশালী, প্রবল, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, রূপদানকারী এবং সুন্দর নামসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল সৃষ্টি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। এই আয়াতগুলো মুমিনদের ঈমানকে দৃঢ় করে এবং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি আরও বেশি ভালোবাসা ও আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে।

▪ ১০. সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৬০/১, ১০, ১১, ১২

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আল-মুমতাহিনাহর এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আয়াত ১:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۖ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ(1)

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা সেই সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে যা তোমাদের কাছে এসেছে। তারা

রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি কামনায় বের হয়ে থাকো, তবে (তাদের সাথে) গোপনে বন্ধুত্ব করো না। তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো, তা আমি খুব ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করবে, সে নিশ্চিতভাবে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতের শুরুতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলার শত্রু অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এখানে "আমার শত্রু" বলতে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাফেরদেরকে বুঝিয়েছেন, কারণ তারা তাঁর একত্ববাদ ও তাঁর রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করে। "তোমাদের শত্রু" বলতেও সেই একই কাফের ও মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে, যারা মুমিনদের উপর অত্যাচার করত এবং তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করত।

তিনি বলেন, মুমিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে তারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে যারা আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকার করে এবং রাসূল (সাঃ) ও মুমিনদেরকে তাদের ঈমানের কারণে নির্যাতন করে।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) আরও বলেন, কিছু দুর্বল ঈমানের লোক গোপনে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখত এবং তাদেরকে মুসলমানদের গোপন খবর দিত। আল্লাহ তা'আলা এই কাজের কঠোর নিন্দা করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যারা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে এবং তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে। যদি মুমিনরা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হিজরত করে থাকে, তবে তাদের জন্য কাফেরদের সাথে কোনো প্রকার গোপন বন্ধুত্ব রাখা অনুচিত। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত।

আয়াত ১০:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10)

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালো জানেন। যদি তোমরা তাদেরকে ঈমানদার বলে জানতে পারো, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। তারা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেররা তাদের জন্য বৈধ নয়। আর কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। আর যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও, তবে তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আর তোমরা কাফের নারীদের

সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখো না এবং তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাও এবং তারাও যা ব্যয় করেছে তা ফেরত চাক। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে হিজরতকারী ঈমানদার নারীদের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করেছেন। যখন কোনো নারী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসতেন, তখন তাদের ঈমানের সত্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও বাহ্যিকভাবে তাদের ঈমান প্রকাশ পেত, তবুও তাদের আন্তরিকতা পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, কারণ মুনাফিক নারীরাও হিজরত করতে পারত। তবে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের প্রকৃত ঈমান সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।

যদি পরীক্ষায় প্রমাণিত হতো যে তারা সত্যিই ঈমান এনেছে, তবে তাদেরকে কোনো অবস্থায় কাফের স্বামীর কাছে ফেরত পাঠানো যাবে না। এর কারণ হলো, ঈমান আনার পর একজন মুসলিম নারী কোনো কাফের পুরুষের জন্য হালাল নন এবং একজন মুসলিম পুরুষের জন্য কোনো কাফের নারী হালাল নন।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) আরও বলেন, যদি কোনো কাফেরের স্ত্রী ঈমান এনে হিজরত করে আসে, তবে তার স্বামী বিবাহের সময় স্ত্রীর জন্য যা খরচ করেছে, তা ফেরত পাওয়ার অধিকার রাখে। তেমনিভাবে, যদি কোনো মুসলিমের স্ত্রী ঈমান ত্যাগ করে কাফেরদের সাথে চলে যায়, তবে মুসলিম স্বামী তার স্ত্রীর জন্য যা খরচ করেছে, তা ফেরত চাইতে পারে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, এটাই আল্লাহর বিধান যা তিনি মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য নাযিল করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়; তিনি সকল বিষয়ে সুবিচার করেন।

আয়াত ১১:

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11)

অনুবাদ: আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের কেউ কাফেরদের কাছে চলে যায় এবং তোমরা (তাদের উপর) বিজয় লাভ করো, তবে যাদের স্ত্রী চলে গেছে তাদেরকে তাদের ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ দাও। আর তোমরা সেই আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে একটি বিশেষ অবস্থার সমাধান দিচ্ছেন। যদি কোনো মুসলিমের স্ত্রী ঈমান ত্যাগ করে কাফেরদের সাথে চলে যায় এবং পরবর্তীতে মুসলমানরা কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করে, তখন যে সকল মুসলিমের স্ত্রী কাফেরদের কাছে চলে গিয়েছিল, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের বিবাহের সময় যে অর্থ ব্যয় করেছিল, তার সমপরিমাণ অর্থ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে পায়।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই বিধানটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু একজন মুসলিম তার স্ত্রীকে দ্বীনের কারণে হারিয়েছে এবং তার উপর আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে, তাই বিজয়ের পর সেই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার তার রয়েছে।

আয়াতের শেষে মুমিনদেরকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার প্রতি তারা ঈমান এনেছে। এর অর্থ হলো, সকল অবস্থায় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকা।

আয়াত ১২:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)

অনুবাদ: হে নবী! যখন ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, স্বহস্তে ও স্বচরণে কোনো মিথ্যা অপবাদ রচনা করে আনবে না এবং কোনো সৎকাজে তোমার অবাধ্য হবে না, তখন তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে নারীদের বাইআত গ্রহণের নিয়ম বর্ণনা করেছেন। যখন ঈমানদার নারীরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে ইসলামের উপর অবিচল থাকার এবং কিছু নির্দিষ্ট পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করত, তখন রাসূল (সাঃ) তাদের বাইআত গ্রহণ করতেন।

এই আয়াতে যে বিষয়গুলোর উপর বাইআত নেওয়া হতো তা হলো:

- আল্লাহর সাথে কোনো শরীক না করা (তাওহীদের স্বীকৃতি)।
- চুরি না করা।
- ব্যভিচার না করা।
- নিজেদের সন্তানদের হত্যা না করা (জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা ছিল)।
- কোনো মিথ্যা অপবাদ রচনা না করা (বিশেষ করে জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত বলে মিথ্যা দাবী করা)।
- কোনো সৎকাজে রাসূল (সাঃ)-এর অবাধ্য না হওয়া।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই বিষয়গুলো ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধের অংশ। নারীদের বাইআত গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ) তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু; তিনি বাইআতকারী নারীদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।

এই আয়াতটি নারীদের মর্যাদা ও সমাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের উপরই আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ:

সূরা আল-মুমতাহিনাহর এই আয়াতগুলোতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে, হিজরতকারী ঈমানদার নারীদের সাথে আচরণের বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, কাফেরদের কাছে চলে যাওয়া স্ত্রীদের ক্ষতিপূরণের নিয়ম বলা হয়েছে এবং নারীদের বাইআত গ্রহণের পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো মুমিনদের ঈমানকে দৃঢ় করতে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং সমাজে ইসলামী নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

▪ ১১. সূরা আল-জুমু'আহ: ৬২/৯-১১

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আল-জুমু'আহর এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আয়াত ৯:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! যখন জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে মুমিনদেরকে জুমু'আর দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। যখন জুমু'আর নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন মুমিনদের কর্তব্য হলো **"فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ"** - আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া। এখানে "আল্লাহর স্মরণ" বলতে মূলত জুমু'আর খুতবা শোনা এবং জামাতের সাথে নামায আদায় করাকে বোঝানো হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন **"وَذَرُوا الْبَيْعَ"** - এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ, আযান শোনার সাথে সাথেই সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, তখন আল্লাহর স্মরণে মশগুল হওয়াই মুখ্য কাজ।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই নির্দেশনার গুরুত্ব অপরিসীম। পার্থিব লাভ ও ব্যবসার চেয়ে আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর ইবাদত অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে **"ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"** - এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে। এর অর্থ হলো, আল্লাহর এই নির্দেশের তাৎপর্য ও কল্যাণ যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে, তবে অবশ্যই তোমরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের উপর আল্লাহর স্মরণকে অগ্রাধিকার দিতে।

আয়াত ১০:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)

অনুবাদ: অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর, আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক - যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:
আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে জুমু'আর নামায শেষ হওয়ার পরের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যখন জুমু'আর নামায শেষ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে **"فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ"** - পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি দিচ্ছেন। এর অর্থ হলো, তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও জীবিকা নির্বাহের জন্য পুনরায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত হতে পারে।

তবে, এর সাথে সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে **"وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ"** - এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। এর অর্থ হলো, হালাল রুজি রোজগারের চেষ্টা করা এবং আল্লাহর কাছে রিযিকের বরকত কামনা করা।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) আরও বলেন, শুধু জীবিকা নির্বাহের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, বরং **"وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا"** - আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক। অর্থাৎ, কাজের ফাঁকেও আল্লাহর স্মরণ জারি রাখতে হবে, যাতে পার্থিব ব্যস্ততা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে **"لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"** - যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার। এর অর্থ হলো, যারা জুমু'আর বিধান যথাযথভাবে পালন করে, আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করে এবং সর্বদা তাঁর স্মরণে মশগুল থাকে, তারাই ইহকাল ও পরকালে প্রকৃত সাফল্য লাভ করবে।

আয়াত ১১:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)

অনুবাদ: আর যখন তারা কোনো ব্যবসা অথবা ক্রীড়া কৌতুক দেখে, তখন তারা সেদিকে ছুটে যায় এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে যায়। বল, 'আল্লাহর কাছে যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসার চেয়ে উত্তম। ' আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে জুমু'আর খুৎবা চলাকালীন কিছু লোকের অসঙ্গত আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। যখন তারা কোনো ব্যবসায়িক পণ্যবাহী কাফেলা অথবা কোনো প্রকার আনন্দ-উল্লাসের উপকরণ দেখত, তখন তারা রাসূল (সাঃ)-কে খুতবা দেওয়া অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যেত।

আল্লাহ তা'আলা এই আচরণের নিন্দা করে রাসূল (সাঃ)-কে বলতে নির্দেশ দিচ্ছেন **" قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ"** - বল, 'আল্লাহর কাছে যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসার চেয়ে উত্তম।' এর অর্থ হলো, আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান, রহমত ও বরকত রয়েছে, তা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও পার্থিব ব্যবসার লাভের চেয়ে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে **"وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ"** - আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। এর অর্থ হলো, রিযিক দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাঁর কাছে যা কিছু আছে, তা মানুষের জন্য সর্বোত্তম রিযিক। সুতরাং, আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা অবস্থায় পার্থিব লাভের জন্য ব্যস্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সারসংক্ষেপ:
সূরা আল-জুমু'আর এই আয়াতগুলোতে জুমু'আর দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান, নামাযের পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করার নির্দেশ, নামাযের পর জীবিকা অন্বেষণের অনুমতি এবং আল্লাহর স্মরণ জারি রাখার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও, খুৎবা চলাকালীন পার্থিব আকর্ষণে ছুটে যাওয়ার নিন্দ

▪ ১২. সূরা আল-মুনাফিকুন: ৬৩/১-৪, ৭-৮

আয়াত ১:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ -

অনুবাদ: যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে, তখন বলে, ‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।’ আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুনাফিকরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসত, তখন মুখে বলত যে তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে তিনি আল্লাহর রাসূল। বাহ্যিকভাবে তারা ঈমানের সাক্ষ্য দিত, কিন্তু তাদের অন্তরে এর বিপরীত ছিল।

আল্লাহ তা'আলা এখানে দুটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন:

- **"وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ"** - আল্লাহ জানেন যে নিশ্চয়ই আপনি তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাঃ)-এর রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।
- **"وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ"** - এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তাদের এই সাক্ষ্য তাদের অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তারা মুখে যা বলে, অন্তরে তার বিপরীত পোষণ করে।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিচারিতা ও মিথ্যাচারের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। তারা বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে মিশে থাকলেও, তাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ লুকানো থাকে।

আয়াত ২:

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(2)

অনুবাদ: তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করত, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ!

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) বলেন, মুনাফিকরা তাদের মিথ্যা শপথগুলোকে **"جُنَّةً"** অর্থাৎ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করত। যখন তাদের কপটতা প্রকাশ পাওয়ার উপক্রম হতো, তখন তারা মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের রক্ষা করত এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আসা থেকে বাধা দিত।

"فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" - অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য ও শপথের মাধ্যমে তারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখত এবং মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করত।

"إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" - তারা যা করত, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ! আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ঘৃণ্য কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন। তাদের এই কাজ শুধু তাদের নিজেদের জন্যই খারাপ ছিল না, বরং অন্যদেরকেও সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

আয়াত ৩:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ(3)

অনুবাদ: এটা এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তারা বুঝবে না।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুনাফিকদের এই অবস্থার কারণ উল্লেখ করেছেন। **"ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا"** - এটা এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে। বাহ্যিকভাবে তারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় ছিল না। পরবর্তীতে তারা কুফরীর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এর ফলস্বরূপ **"فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ"** - ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে। তাদের বারবার বিশ্বাস ভঙ্গ করা ও কপটতার কারণে তাদের অন্তর সত্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়েছে।

"فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ" - সুতরাং তারা বুঝবে না। সত্য দ্বীন এবং ঈমানের হাকীকত তাদের বোধগম্য হবে না। তাদের অন্তর মোহর করে দেওয়ার কারণে তারা আর হেদায়েত লাভ করবে না।

আয়াত ৪:

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (4)

অনুবাদ: আর যখন তুমি তাদের প্রতি তাকাও, তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে এবং যদি তারা কথা বলে, তবে তুমি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবে। তারা যেন দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মত। তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এখানে মুনাফিকদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন।

- **"وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ"** - আর যখন তুমি তাদের প্রতি তাকাও, তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে। তাদের বাহ্যিক appearance আকর্ষণীয় ও সুন্দর হতে পারে।
- **"وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ"** - এবং যদি তারা কথা বলে, তবে তুমি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবে। তাদের বাগ্মিতা ও মিষ্টি কথায় মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হতে পারে।

- **"كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ"** - তারা যেন দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মত। তাদের অন্তর ঈমান ও কল্যাণ থেকে শূন্য। তারা নিষ্ক্রিয় ও অসার।

- **"يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ"** - তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তাদের অন্তরে কপটতা থাকার কারণে তারা সর্বদা ভীত থাকে এবং সামান্য আওয়াজকেও নিজেদের ক্ষতির কারণ মনে করে।

- **"هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ"** - তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। মুনাফিকরাই ইসলামের ও মুসলমানদের আসল শত্রু, তাই তাদের থেকে সাবধান থাকা জরুরি।

- **"قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ"** - আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ভ্রষ্টতার জন্য ধিক্কার জানাচ্ছেন।

আয়াত ৭:

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7)

অনুবাদ: তারাই বলে, 'আল্লাহর রাসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না; যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে।' বস্তুতঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই; কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে মুনাফিকদের আরেকটি জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীদের জন্য তোমরা (আনসারগণ) অর্থ ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা রাসূল (সাঃ)-কে ছেড়ে চলে যায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সাহাবীদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গ ত্যাগ করতে বাধ্য করা।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এই হীন মানসিকতার জবাব দিয়েছেন **"وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"** - বস্তুতঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই। রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কারো দান করা বা না করার উপর কারো রিযিক নির্ভরশীল নয়।

"وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ" - কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি সীমিত। তারা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও রিযিকের উৎস সম্পর্কে অবগত নয়।

আয়াত ৮:

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8)

অনুবাদ: তারা বলে, 'যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তবে অবশ্যই শক্তিশালী দুর্বলকে সেখান থেকে বের করে দেবে।' বস্তুতঃ সম্মান আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে মুনাফিকদের দাম্ভিকতা ও মিথ্যা অহংকারের কথা তুলে ধরেছেন। তারা বলত, যদি তারা মদীনায় ফিরে যায় (তাবুকের যুদ্ধ থেকে), তবে শক্তিশালী (তারা নিজেরা) দুর্বল (সাহাবী ও অন্যান্য মুমিনগণ)-কে সেখান থেকে বের করে দেবে। তারা নিজেদেরকে শক্তিশালী ও সম্মানিত এবং মুমিনদেরকে দুর্বল ও লাঞ্ছিত মনে করত।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ধারণার প্রতিবাদ করে বলেন **"وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ"** - বস্তুতঃ সম্মান আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের। প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং মুমিনদের জন্য নির্ধারিত।

"وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ" - কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও মুমিনদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে অক্ষম। তাদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য তাদেরignorance ও হীন মানসিকতার পরিচায়ক।

এই আয়াতগুলো মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, তাদের ষড়যন্ত্র ও তাদের পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। মুমিনদের উচিত তাদের থেকে সতর্ক থাকা এবং আন্তরিক ঈমানের উপর অবিচল থাকা।

১৩. সূরা আত-তালাক: ৬৫/১-৭

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আত-তালাকের এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই সূরাটি মূলত তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) ও ইদ্দত (তালাকের পরবর্তী অপেক্ষাকাল) সংক্রান্ত শরয়ী বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করে।

আয়াত ১:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1)

অনুবাদ: হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও এবং ইদ্দতের হিসাব রাখো। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা স্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, সে নিজের উপরই জুলুম করে। তোমরা জানো না, হয়তো আল্লাহ এর পরে কোনো নতুন উপায় করে দেবেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতের শুরুতে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতকে তালাক দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা দিচ্ছেন। **"فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"** - তাদেরকে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও। এর অর্থ হলো, এমন অবস্থায় তালাক দেওয়া যখন স্ত্রীর ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে এবং সহবাস না হয়ে থাকে (ত্বহর অবস্থায় তালাক)। এটি তালাকের সুন্নতসম্মত পদ্ধতি।

"وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ" - এবং ইদ্দতের হিসাব রাখো। তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দতের সঠিক হিসাব রাখা জরুরি, যাতে পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

"وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ" - আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার গুরুত্ব এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

"لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" - তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা স্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তালাকের ইদ্দতকালে স্ত্রীকে তার স্বামীর ঘরেই অবস্থান করতে হবে। তবে যদি স্ত্রী স্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বের করে দেওয়া যেতে পারে।

"وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ" - এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। তালাক ও ইদ্দত সংক্রান্ত এই বিধানগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমা, যা লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

"وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" - আর যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, সে নিজের উপরই জুলুম করে। আল্লাহর বিধান অমান্য করার পরিণতি নিজের জন্যই ক্ষতিকর।

"لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا" - তোমরা জানো না, হয়তো আল্লাহ এর পরে কোনো নতুন উপায় করে দেবেন। তালাকের পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তাড়াহুড়ো করে এমন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয় যাতে অনুতাপ করতে হয়।

আয়াত ২:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)

অনুবাদ: অতঃপর যখন তারা তাদের ইদ্দতের প্রান্তে পৌঁছে, তখন হয় তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে রেখে দাও, না হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আর তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করো। এর মাধ্যমে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) বলেন, যখন তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্বামীদের দুটি পথের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার অধিকার থাকে:

- **"فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ"** - হয় তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে রেখে দাও, অর্থাৎ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে নাও এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করো।
- **"أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ"** - না হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে ছেড়ে দাও, অর্থাৎ কোনো প্রকার বিদ্বেষ বা খারাপ আচরণ ছাড়াই তাদের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন করো।

তালাক দেওয়া বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার উভয় ক্ষেত্রেই **"وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ"** - আর তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো। সাক্ষী রাখা ভবিষ্যতের কোনো প্রকার বিবাদ এড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

"وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ" - এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করো। সাক্ষীদের কর্তব্য হলো পক্ষপাতিত্ব না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দেওয়া।

"ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" - এর মাধ্যমে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে। যারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তারাই এই উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলবে।

আয়াতের শেষাংশে তাকওয়ার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে **"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا"** - আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিধান মেনে চলে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল সংকট ও সমস্যা থেকে মুক্তির পথ বের করে দেন।

আয়াত ৩:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

অনুবাদ: এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করেন যা সে ধারণাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই; আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রেখেছেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে তাকওয়ার আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফল বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, **"وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"** - এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করেন যা সে ধারণাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে রিযিক দান করেন।

দ্বিতীয়ত, **"وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"** - আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন পূরণ করেন এবং তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী করেন না।

এরপর আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কথা বলা হয়েছে **"إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ"** - নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

শেষে বলা হয়েছে **"قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا"** - আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা এই মহাবিশ্বের সবকিছু একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও পরিমাণের অধীনে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিচালনা করছেন।

আয়াত ৪:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)

অনুবাদ: আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবতী হওয়ার আশা রাখে না, যদি তোমরা সন্দেহ করো, তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুবতী হয়নি, তাদেরও একই বিধান। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজ সহজ করে দেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে বিভিন্ন প্রকার নারীর ইদ্দতের বিধান বর্ণনা করেছেন:

- **"وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ"** - আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবতী হওয়ার আশা রাখে না (যেমন বৃদ্ধা নারী), যদি তোমরা সন্দেহ করো (তাদের ইদ্দত সম্পর্কে), তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস।

- **"وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ"** - আর যারা এখনও ঋতুবতী হয়নি (যেমন নাবালিকা), তাদেরও ইদ্দত তিন মাস।
- **"وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"** - আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

আয়াতের শেষে আবারও তাকওয়ার ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে **"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"** - আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজ সহজ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে চলে, আল্লাহ তার কঠিন বিষয়গুলো সহজ করে দেন।

আয়াত ৫:

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا(5)

অনুবাদ: এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তার জন্য মহাপুরস্কার দেবেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) বলেন, তালাক ও ইদ্দত সংক্রান্ত এই বিধি-বিধানগুলো **"ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ"** - এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। মুমিনদের উচিত এই divine order মেনে চলা।

আয়াতের শেষাংশে তাকওয়ার আরও দুটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে:

- **"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ"** - আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন। তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার ছোটখাটো ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেন।
- **"وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا"** - এবং তার জন্য মহাপুরস্কার দেবেন। তাকওয়ার কারণে আল্লাহ বান্দাকে আখিরাতে বিশাল প্রতিদান দান করবেন।

দুঃখিত, আমার আগের উত্তরটি অসম্পূর্ণ ছিল। এখানে সূরা আত-তালাকের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে প্রদান করা হলো:

আয়াত ৬:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)

অনুবাদ: তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বাস করো, সেখানে তাদেরকে (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইদ্দতকালে) বাস করতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না যাতে তোমরা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারো। আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণ দাও। অতঃপর যদি তারা তোমাদের (সন্তানদের) স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দাও এবং তোমরা আপোসে ন্যায়সঙ্গতভাবে পরামর্শ করো। আর যদি তোমরা উভয়েই কঠিন অবস্থায় পড়ো, তবে অন্য নারী তার (সন্তানের) স্তন্যদান করবে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতকালে তাদের ভরণপোষণ ও বসবাসের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন:

- **"أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ"** - তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বাস করো, সেখানে তাদেরকে (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইদ্দতকালে) বাস করতে দাও। অর্থাৎ, স্বামীদের কর্তব্য হলো তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করা। তাদের নিজেদের বসবাসের স্থানের কাছাকাছি অথবা অনুরূপ স্থানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

- **"وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ"** - এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না যাতে তোমরা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারো। তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীদেরকে এমন কষ্ট দেওয়া উচিত নয় যাতে তারা অতিষ্ঠ হয়ে ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় অথবা তাদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

- **"وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"** - আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণ দাও। গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়।

- **"فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ"** - অতঃপর যদি তারা তোমাদের (সন্তানদের) স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দাও। যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার সন্তানকে স্তন্যদান করে, তবে স্বামী তার এই কাজের জন্য তাকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য।

- **"وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ"** - এবং তোমরা আপোসে ন্যায়সঙ্গতভাবে পরামর্শ করো। সন্তানকে স্তন্যদান এবং তার ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বামী ও স্ত্রীর উচিত পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

- **"وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ"** - আর যদি তোমরা উভয়েই কঠিন অবস্থায় পড়ো, তবে অন্য নারী তার (সন্তানের) স্তন্যদান করবে। যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সন্তানের স্তন্যদান নিয়ে কোনো বিরোধ দেখা দেয় অথবা স্ত্রী স্তন্যদান করতে অপারগ হয়, তবে সন্তানের জন্য অন্য কোনো মহিলার মাধ্যমে স্তন্যদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতে তালাকের পরও স্ত্রীদের মানবিক অধিকার এবং সন্তানের কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বামীদের উচিত আল্লাহর ভয় রেখে ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীদের সাথে আচরণ করা এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা।

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে ভরণপোষণের ন্যায়সঙ্গত নীতি নির্ধারণ করে এবং অভাবের পর সচ্ছলতার প্রত্যাশা রাখার কথা বলে।

সারসংক্ষেপে, সূরা আত-তালাকের ১-৭ নং আয়াতে তালাক ও ইদ্দতের নিয়ম, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের অধিকার (বাসস্থান, ভরণপোষণ), সন্তানের স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং তাকওয়া ও আল্লাহর উপর ভরসার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

▪ ১৪. সূরা আত-তাহরীম: ৬৬/৬-৮

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আত-তাহরীমের এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই আয়াতগুলোতে পরিবার ও নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর গুরুত্ব এবং মুমিনদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ ও কাফেরদের জন্য শাস্তির বার্তা রয়েছে।

আয়াত ৬:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর হৃদয় ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং তারা তাই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে মুমিনদেরকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। **"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"** - হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও। এর অর্থ হলো, মুমিনদের নিজেদের ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হবে এবং তাদের পরিবার-পরিজনকেও ঈমানের পথে পরিচালিত করে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রেখে সেই ভয়াবহ আগুন থেকে রক্ষা করতে হবে।

তিনি বলেন, পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর উপায় হলো তাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

এরপর জাহান্নামের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে **"وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ"** - যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। অর্থাৎ, কাফের ও পাপিষ্ঠ মানুষ এবং বিশেষ প্রকারের পাথর সেই আগুনের জ্বালানি হবে।

"عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ" - যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর হৃদয় ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণ। জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে এমন কঠোর ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণ নিয়োজিত থাকবেন যারা কোনো প্রকার দয়া বা দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না।

"لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ" - যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং তারা তাই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। ফেরেশতাগণ আল্লাহর সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং কোনো প্রকার অবাধ্যতা করেন না।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি মুমিনদেরকে তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আখিরাতের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তিত হতে এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে উৎসাহিত করে।

আয়াত ৭:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(7)

অনুবাদ: হে কাফেরগণ! আজ তোমরা কোনো অজুহাত পেশ করো না। তোমরা যা করতে, কেবল তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হবে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে কাফেরদের পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। **" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ"** - হে কাফেরগণ! আজ তোমরা কোনো অজুহাত পেশ করো না। কিয়ামতের দিন যখন কাফেররা তাদের কুফরীর জন্য শাস্তি ভোগ করবে, তখন তাদের কোনো প্রকার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। পার্থিব জীবনে সত্য প্রত্যাখ্যান করার পর সেদিন কোনো প্রকার কৈফিয়ত দিয়ে তারা মুক্তি পাবে না।

"إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" - তোমরা যা করতে, কেবল তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হবে। তাদের পার্থিব জীবনের কৃতকর্ম অনুযায়ীই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। সেদিন তাদের ভালো কোনো কাজ না থাকায় কোনো প্রকার ছাড় পাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি কাফেরদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা। তাদের উচিত পার্থিব জীবনেই কুফরী পরিহার করে ঈমান আনা এবং সৎকর্ম করা, যাতে কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তি থেকে তারা রক্ষা পায়।

আয়াত ৮:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করো। আশা করা যায় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবীকে এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূর পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে মুমিনদেরকে খাঁটি তাওবা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। **" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا"** - হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করো। 'তাওবাতান নাসুহা' (خالص توبة) হলো এমন তাওবা যা আন্তরিক, বিশুদ্ধ এবং যার মাধ্যমে অতীতের পাপের জন্য অনুশোচনা করা হয়, ভবিষ্যতে আর সেই পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা হয় এবং সাধ্য থাকলে পূর্বেকার ভুল সংশোধন করা হয়।

এই খাঁটি তাওবার ফলস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে **" عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ"** - আশা করা যায় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।

কিয়ামতের দিনের একটি বিশেষ চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে **"يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ"** - সেদিন আল্লাহ নবীকে এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। সেদিন মুমিনগণ সম্মানিত হবেন।

তাদের সম্মান ও মর্যাদার নিদর্শন হলো **"نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ"** - তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ধাবিত হবে। তাদের ঈমান ও সৎকর্মের জ্যোতি তাদের পথ আলোকিত করবে।

সেদিন তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে **"يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"** - তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূর পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি মুমিনদের জন্য আশা ও উৎসাহের উৎস। খাঁটি তাওবার মাধ্যমে তারা তাদের পাপ মোচন করাতে এবং জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে। কিয়ামতের দিন তারা সম্মানিত হবে এবং আল্লাহর রহমত লাভ করবে।

সারসংক্ষেপে, সূরা আত-তাহরীমের ৬-৮ নং আয়াতে নিজেদের ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর গুরুত্ব, কাফেরদের জন্য কিয়ামতের দিনের শাস্তির বিবরণ এবং মুমিনদেরকে খাঁটি তাওবা করার ও জান্নাত লাভের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

▪ ১৬. সূরা আল-কিয়ামাহ: ৭৫/১-১৪, ১৬-১৯

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আল-কিয়ামাহর এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই সূরাটিতে কিয়ামত (পুনরুত্থান) ও মানুষের হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা এবং কুরআন হিফজ ও পঠনের আদব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত ১-৩:

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3)

অনুবাদ: আমি কসম করছি কিয়ামত দিবসের (১) এবং আমি কসম করছি অনুতাপকারী আত্মার (২)। মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (৩)

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোর শুরুতে আল্লাহ তা'আলার কসমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। **" لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"** - আমি কসম করছি কিয়ামত দিবসের। এখানে 'লা' শব্দটি অতিরিক্ত, যা কসমের গুরুত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের কসম করছেন, যা পুনরুত্থানের সত্যতা ও ভয়াবহতাকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

"وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ" - এবং আমি কসম করছি অনুতাপকারী আত্মার। 'নাফসুল লাওয়ামাহ' হলো সেই আত্মা যা মন্দ কাজ করার পর অনুতপ্ত হয় এবং ভালো কাজ না করার জন্য তিরস্কার করে। এর কসম করার অর্থ হলো, মানুষের বিবেক ও অনুশোচনার অনুভূতি কিয়ামতের সত্যতার একটি প্রমাণ।

"أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ" - মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? কাফেররা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করত এবং বলত যে মৃত্যুর পর পচে যাওয়া হাড়গুলোকে কিভাবে পুনরায় একত্রিত করা হবে। এই প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের ধারণার অসারতা তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াত ৪:

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ(4)

অনুবাদ: বরং আমি তো তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। **" بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ"** - বরং আমি তো তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। শুধু হাড় একত্রিত করাই নয়, আল্লাহ তা'আলা মানুষের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আঙ্গুলের ছাপের জটিল গঠন মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা আল্লাহর সূক্ষ্ম কারিগরি ও অসীম ক্ষমতার প্রমাণ।

আয়াত ৫-৬:

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ(6)

অনুবাদ: বরং মানুষ তো চায় যে সে ভবিষ্যতে পাপাচার করতে মুক্ত থাকবে (৫)। সে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কবে হবে? (৬)

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে কাফেরদের পুনরুত্থান অস্বীকারের মূল কারণ তুলে ধরেন। **" بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ"** - বরং মানুষ তো চায় যে সে ভবিষ্যতে পাপাচার করতে মুক্ত থাকবে। তাদের পুনরুত্থান অস্বীকারের কারণ হলো তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অবাধে পাপাচার করতে চায় এবং মনে করে যে কোনো হিসাব-নিকাশ হবে না।

"يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ" - সে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কবে হবে? তারা উপহাসের সুরে কিয়ামতের সময় জানতে চায়, কারণ তারা এর আগমনকে অসম্ভব মনে করে।

আয়াত ৭-১৪:

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلَّا لَا وَزَرَ (11) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14)

অনুবাদ: যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে (৭) এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (৮) এবং সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত করা হবে (৯), সেদিন মানুষ বলবে, কোথায় পালাবার স্থান? (১০) কক্ষনো নয়, কোনো আশ্রয়স্থল নেই (১১)। সেদিন তোমার প্রতিপালকের কাছেই হবে প্রত্যাবর্তনস্থল (১২)। সেদিন মানুষকে তার অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত করা হবে (১৩)। বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে অবগত (১৪)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কিছু ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরেছেন:

- **"فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ"** - যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত হবে।
- **"وَخَسَفَ الْقَمَرُ"** - এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, আলো হারিয়ে ফেলবে।
- **"وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ"** - এবং সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত করা হবে, তাদের আলো বিলীন হয়ে যাবে অথবা তারা একে অপরের কাছে এসে মিশে যাবে।

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে **"يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ"** - সেদিন মানুষ বলবে, কোথায় পালাবার স্থান? বাঁচার কোনো উপায় না দেখে তারা আশ্রয়ের সন্ধান করবে।

"كَلَّا لَا وَزَرَ" - কক্ষনো নয়, কোনো আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন পালানোর বা আশ্রয় নেওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না।

"إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ" - সেদিন তোমার প্রতিপালকের কাছেই হবে প্রত্যাবর্তনস্থল। সেদিন সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে।

"يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ" - সেদিন মানুষকে তার অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত করা হবে। তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু করেছে, ভালো বা মন্দ, সবকিছু তার সামনে উপস্থাপন করা হবে।

"بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ" - বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে অবগত। সেদিন কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ মানুষ নিজেই তার কৃতকর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে জানে।

আয়াত ১৬-১৯:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)

অনুবাদ: তুমি তাড়াহুড়ো করে ওহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করো না (১৬)। নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানো আমার দায়িত্ব (১৭)। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো (১৮)। অতঃপর নিশ্চয় এর বিশদ ব্যাখ্যা আমার দায়িত্ব (১৯)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে কুরআন হিফজ ও পঠনের আদব সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-কে নির্দেশনা দিচ্ছেন। যখন ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন তিনি তাড়াহুড়ো করে তা মুখস্ত করার চেষ্টা করতেন, যাতে কোনো অংশ ভুলে না যান।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন **"لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ"** - তুমি তাড়াহুড়ো করে ওহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করো না। ওহী মুখস্ত করার জন্য তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই।

"إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ" - নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানো আমার দায়িত্ব। কুরআন সংরক্ষণ করা এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করানো আমার দায়িত্ব। আপনি এ নিয়ে চিন্তিত হবেন না।

"فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ" - সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো। যখন জিবরাঈল (আঃ) ওহী পাঠ করেন, তখন আপনি মনোযোগের সাথে তা শুনুন এবং তার অনুসরণ করুন।

"ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" - অতঃপর নিশ্চয় এর বিশদ ব্যাখ্যা আমার দায়িত্ব। কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট করে দেওয়াও আমার দায়িত্ব। আপনাকে এর ব্যাখ্যা নিয়ে চিন্তিত হতে হবে না।

আল্লামা সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতগুলোতে কুরআন হিফজ ও পঠনের ক্ষেত্রে ধৈর্য ও মনোযোগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। রাসূল (সাঃ)-কে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে কুরআন সংরক্ষণ ও তার ব্যাখ্যা আল্লাহর দায়িত্ব।

সারসংক্ষেপে, সূরা আল-কিয়ামাহর এই আয়াতগুলোতে কিয়ামত ও পুনরুত্থানের অবশ্যম্ভাবীতা, সেদিন মানুষের ভয়াবহ অবস্থা, তাদের কৃতকর্মের হিসাব এবং কুরআন হিফজ ও পঠনের আদব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

১৭. সূরা আদ-দাহর (আল-ইনসান): ৭৬/৫-২২

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আদ-দাহরের এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই আয়াতগুলোতে জান্নাতের নেয়ামত ও জান্নাতিদের গুণাবলী এবং কাফেরদের জন্য শাস্তির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াত ৫-৬:

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6)

অনুবাদ: নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যা কর্পূর মিশ্রিত (৫)। এটা একটা ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে; তারা এটিকে যেভাবে চাইবে সেভাবে প্রবাহিত করবে (৬)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতে 'আবরার' অর্থাৎ সৎকর্মশীল ও আল্লাহভীরু বান্দাদের জন্য জান্নাতের বিশেষ পানীয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তারা এমন পাত্র থেকে পান করবে যাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকবে। এই কর্পূর সাধারণ কর্পূরের মতো তিক্ত বা ঝাঁঝালো হবে না, বরং এটি হবে সুগন্ধি ও শীতল পানীয়।

এরপর বলা হয়েছে, **"عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ"** - এটা একটা ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে। এই ঝর্ণাটি জান্নাতে 'কাফুর' নামে পরিচিত হবে এবং এটি বিশেষভাবে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

"يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا" - তারা এটিকে যেভাবে চাইবে সেভাবে প্রবাহিত করবে। জান্নাতিরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী এই ঝর্ণার পানি বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে পারবে, যা তাদের আরাম ও আনন্দের কারণ হবে।

আয়াত ৭-১১:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11)

অনুবাদ: তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনের ভয় রাখে যার অনিষ্ট হবে ব্যাপক (৭)। এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবী, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে (৮)। তারা বলে, "আমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদেরকে খাদ্য দান করি; আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, কোনো কৃতজ্ঞতাও না (৯)। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক ভয়াবহ, কঠিন দিনের ভয় রাখি" (১০)। ফলে আল্লাহ তাদেরকে সেই দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে উজ্জ্বলতা ও আনন্দ দান করবেন (১১)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে জান্নাতিদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী উল্লেখ করেছেন:

- **"يُوفُونَ بِالنَّذْرِ"** - তারা মানত পূর্ণ করে। তারা আল্লাহর নামে যে মানত করে, তা যথাযথভাবে পালন করে।
- **"وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"** - এবং সেই দিনের ভয় রাখে যার অনিষ্ট হবে ব্যাপক। তারা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

- **"وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"** - এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবী, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা খাদ্য দান করার সময় নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্যদের অগ্রাধিকার দেয় এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাই তাদের উদ্দেশ্য থাকে।

- **"إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا"** - তারা বলে, "আমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদেরকে খাদ্য দান করি; আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, কোনো কৃতজ্ঞতাও না।" তারা নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করে এবং মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান বা ধন্যবাদ আশা করে না।

- **"إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا"** - "নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক ভয়াবহ, কঠিন দিনের ভয় রাখি।" তাদের এই নিঃস্বার্থ সেবার মূল কারণ হলো আল্লাহর ভয় এবং কিয়ামত দিবসের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের আশা।

এইসব সৎকর্মের ফলস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে উজ্জ্বল চেহারা ও অন্তরের আনন্দ দান করবেন।

আয়াত ১২-২২:

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (14) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۖ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۖ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22)

অনুবাদ: এবং তারা ধৈর্য ধারণ করার কারণে তিনি তাদেরকে পুরষ্কার দেবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র (১২)। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে উঁচু আসনে; সেখানে তারা না দেখবে সূর্যের উত্তাপ, না তীব্র শীত (১৩)। আর তার ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হবে (১৪)। এবং তাদের চারপাশে রূপার পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা ঘুরানো হবে (১৫)। কাঁচের পেয়ালা, যা রূপার তৈরী, তারা তা যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে (১৬)। এবং সেখানে তাদেরকে এমন পানীয় পান করানো হবে যাতে আদার মিশ্রণ থাকবে (১৭)। সেখানে একটি ঝর্ণা আছে, যার নাম সালসাবীল (১৮)। আর তাদের চারপাশে চিরস্থায়ী কিশোররা ঘুরে বেড়াবে; যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত মুক্তা (১৯)। আর যখন তুমি সেখানে দেখবে, তখন দেখবে পরম সুখ ও বিশাল সাম্রাজ্য (২০)। তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রাব্ব তাদেরকে পান

করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় (২১)। নিশ্চয় এটা তোমাদের জন্য প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসার যোগ্য (২২)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে জান্নাতের বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত ও আরাম-আয়েশের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, যা সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত রেখেছেন:

- **"وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا"** - এবং তারা ধৈর্য ধারণ করার কারণে তিনি তাদেরকে পুরষ্কার দেবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র। তাদের সৎকর্মে অবিচল থাকা ও কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণের প্রতিদানস্বরূপ তারা জান্নাত ও রেশমী পোশাক লাভ করবে।

- **"مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ"** - সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে উঁচু আসনে। তারা আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করবে।

- **"لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا"** - সেখানে তারা না দেখবে সূর্যের উত্তাপ, না তীব্র শীত। জান্নাতের আবহাওয়া হবে মনোরম ও আরামদায়ক।

- **"وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا"** - আর তার ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হবে। জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের উপর সর্বদা বিস্তৃত থাকবে এবং ফলসমূহ সহজেই তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে।

- **"وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا"** - এবং তাদের চারপাশে রূপার পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা ঘুরানো হবে। কাঁচের পেয়ালা, যা রূপার তৈরী, তারা তা যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে। তাদেরকে সুন্দর পাত্রে পানীয় পরিবেশন করা হবে।

- **"وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا"** - এবং সেখানে তাদেরকে এমন পানীয় পান করানো হবে যাতে আদার মিশ্রণ থাকবে। সেখানে একটি ঝর্ণা আছে, যার নাম সালসাবীল। তাদেরকে আদা মিশ্রিত সুস্বাদু পানীয় পান করানো হবে এবং জান্নাতে 'সালসাবীল' নামক একটি বিশেষ ঝর্ণা থাকবে।

- **"وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا"** - আর তাদের চারপাশে চিরস্থায়ী কিশোররা ঘুরে বেড়াবে; যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত মুক্তা। জান্নাতের খেদমতের জন্য সুন্দর ও চিরস্থায়ী কিশোররা নিয়োজিত থাকবে, যাদের দেখলে মনে হবে যেন তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান মুক্তা।

- **"وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا"** - আর যখন তুমি সেখানে দেখবে, তখন দেখবে পরম সুখ ও বিশাল সাম্রাজ্য। জান্নাতে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত ও বিশাল রাজত্ব।

- **"عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا"** - তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রাব্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। তারা উন্নতমানের রেশমী পোশাক পরিধান করবে এবং রূপার কংকনে সজ্জিত হবে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।

- **"إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا"** - নিশ্চয় এটা তোমাদের জন্য প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদের বলবেন যে, তাদের সৎকর্ম ও কষ্টের ফলস্বরূপ তারা এই নেয়ামত লাভ করেছে এবং তাদের প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে মূল্যবান।

এই আয়াতগুলোতে জান্নাতের মনোরম পরিবেশ, উন্নতমানের পানীয় ও পোশাক, আরামদায়ক জীবন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা মুমিনদেরকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করে।

১৮. সূরা আল-বুরূজ: ৮৫/১-১৬

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আল-বুরূজের এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই সূরাটিতে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত তারকামণ্ডলী, প্রতিশ্রুত দিবস (কিয়ামত) এবং ঈমানদারদের উপর কাফেরদের অত্যাচারের বিবরণ ও তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত ১-৩:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3)

অনুবাদ: শপথ তারকামন্ডলবিশিষ্ট আকাশের (১), এবং প্রতিশ্রুত দিবসের (২), এবং সাক্ষ্যদানকারীর ও যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার (৩)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোর শুরুতে আল্লাহ তা'আলার কসমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

- **"وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ"** - শপথ তারকামন্ডলবিশিষ্ট আকাশের। 'বুরূজ' অর্থ হলো সুউচ্চ প্রাসাদ বা তারকামণ্ডলী। আল্লাহ তা'আলা তারকামণ্ডলী শোভিত আকাশের কসম করেছেন, যা তাঁর বিশাল সৃষ্টি ও ক্ষমতার নিদর্শন।

- **"وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ"** - এবং প্রতিশ্রুত দিবসের। এখানে 'ইয়াওমুল মাওউদ' বলতে কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে, যে দিনের ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে দিয়েছেন।

- **"وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ"** - এবং সাক্ষ্যদানকারীর ও যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার। 'শাহিদ' অর্থ সাক্ষী এবং 'মাশহুদ' অর্থ যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে, যেমন: সাক্ষী হলো ফেরেশতাগণ এবং যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা হলো মানুষ ও তাদের কর্ম; অথবা সাক্ষী হলো জুমু'আর দিন এবং যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা হলো আরাফার দিন; অথবা সাক্ষী হলো রাসূল (সাঃ) এবং যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা হলো উম্মত। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো, সাক্ষী হলো সেই দিন (কিয়ামত) যা সবকিছুর সাক্ষ্য দেবে এবং যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হবে তা হলো মানুষের কর্ম।

এই তিনটি বিষয়ের কসম করে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরছেন।

আয়াত ৪-৯:

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9)

অনুবাদ: অভিশপ্ত হোক খাদওয়ালাগণ (৪), প্রজ্বলিত অগ্নির (৫), যখন তারা তার পাশে বসেছিল (৬), এবং মুমিনদের সাথে যা করছিল, তার সাক্ষ্য দিচ্ছিল (৭)। আর তারা মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত শুধু এ কারণে যে তারা পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল (৮), যাঁর রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব; আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সাক্ষী (৯)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে 'আসহাবুল উখদুদ' অর্থাৎ খাদওয়ালাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, ইয়ামানের একজন অত্যাচারী রাজা তার প্রজাদেরকে জোরপূর্বক ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিল। যারা অস্বীকার করেছিল, তাদেরকে একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছিল।

- **"قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ"** - অভিশপ্ত হোক খাদওয়ালাগণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই জঘন্য কাজের জন্য অভিশাপ দিয়েছেন।

- **"النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ"** - প্রজ্বলিত অগ্নির। সেই আগুন ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও প্রজ্বলিত, যার ইন্ধন ছিল কাঠ ও অন্যান্য দাহ্য বস্তু।

- **"إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ"** - যখন তারা তার পাশে বসেছিল এবং মুমিনদের সাথে যা করছিল, তার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। অত্যাচারীরা আগুনের পাশে বসে ঈমানদারদেরকে জ্বলতে দেখছিল এবং তাদের অত্যাচারের সাক্ষী ছিল।

- **"وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ"** - আর তারা মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত শুধু এ কারণে যে তারা পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। মুমিনদের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা সেই আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল যিনি পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত।

- **"الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"** - যাঁর রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব; আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সাক্ষী। আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত এবং তিনি অত্যাচারীদের কার্যকলাপের সাক্ষী।

এই আয়াতগুলোতে ঈমানের কারণে নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা এবং অত্যাচারীদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে মুমিনদেরকে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

আয়াত ১০-১৬:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16)

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে উৎপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং দহন যন্ত্রণা (১০)। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য (১১)। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর (১২)। নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন (১৩)। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময় (১৪), আরশের মালিক, মহিমান্বিত (১৫), তিনি যা চান তাই করেন (১৬)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে অত্যাচারী কাফেরদের পরিণাম এবং ঈমানদারদের পুরস্কারের কথা বর্ণনা করেছেন।

- **"إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ"** - নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে উৎপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের

শাস্তি এবং দহন যন্ত্রণা। যারা ঈমান আনার কারণে মুমিনদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাদের অত্যাচারের জন্য অনুতপ্ত হয়নি, তাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে।

- **"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ"** - নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। এটাই হলো প্রকৃত ও সবচেয়ে বড় সফলতা।

এরপর আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

- **"إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ"** - নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর। যারা অত্যাচার করে, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন হবে।

- **"إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ"** - নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা অসীম। তিনিই প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই কিয়ামতের দিন তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন।

- **"وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ"** - আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। যারা তাওবা করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসেন।

- **"ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ"** - আরশের মালিক, মহিমান্বিত। আল্লাহ তা'আলা মহান আরশের মালিক এবং তিনি সকল প্রকার মহিমা ও সম্মানের অধিকারী।

- **"فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ"** - তিনি যা চান তাই করেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তিনি যা করতে চান, তা করার ক্ষমতা রাখেন।

এই আয়াতগুলোতে অত্যাচারীদের ভয়াবহ পরিণতি এবং ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা, ক্ষমা ও ভালোবাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

▪ ১৯. সূরা আত-তারিক: ৮৬/১-১৭

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আত-তারিকের এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলা 'তারিক' (রাতের বেলা আগমনকারী তারকা) এবং মানুষের সৃষ্টি রহস্যের কসম করে পুনরুত্থানের সত্যতা প্রমাণ করেছেন এবং কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

আয়াত ১-৩:

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ(3)

অনুবাদ: শপথ আকাশের এবং রাতের বেলা আগমনকারীর (১)। আর কিসে তোমাকে জানাবে রাতের বেলা আগমনকারী কী (২)? তা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র (৩)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোর শুরুতে আল্লাহ তা'আলার কসমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

- **"وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ"** - শপথ আকাশের এবং রাতের বেলা আগমনকারীর। 'তারিক' অর্থ হলো রাতের বেলা আগমনকারী। এর দ্বারা রাতের আকাশে উদিত হওয়া কোনো বিশেষ তারকাকে বোঝানো হয়েছে।
- **"وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ"** - আর কিসে তোমাকে জানাবে রাতের বেলা আগমনকারী কী? এর মাধ্যমে এই তারকার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।
- **"النَّجْمُ الثَّاقِبُ"** - তা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। 'নজম' অর্থ নক্ষত্র এবং 'সাকিব' অর্থ উজ্জ্বল, ভেদকারী আলোবিশিষ্ট। রাতের আকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র ভেদকারী আলো নিয়ে আবির্ভূত হয়, সেটাই 'তারিক'।

এই তারকা ও আকাশের কসম করে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে মানুষের উপর তাঁর তত্ত্বাবধানের কথা উল্লেখ করছেন।

আয়াত ৪:

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ(4)

অনুবাদ: প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে মানুষের উপর আল্লাহর তত্ত্বাবধানের কথা উল্লেখ করেছেন। **" إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ"** - প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। এর অর্থ হলো, প্রত্যেক মানুষের কাজকর্ম, কথা ও যাবতীয় কার্যকলাপ সংরক্ষণের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তারা মানুষের ভালো ও মন্দ সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন, যা কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের সময় উপস্থাপন করা হবে।

এই আয়াতটি মানুষকে তার প্রতিটি কাজের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আয়াত ৫-৭:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ(7)

অনুবাদ: অতএব মানুষ দেখুক সে কিসে থেকে সৃষ্টি হয়েছে (৫)। সে সৃষ্টি হয়েছে সবেগে নির্গত হওয়া পানি থেকে (৬), যা মেরুদণ্ড ও পাঁজর হাড়ের মধ্য থেকে নির্গত হয় (৭)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে মানুষের সৃষ্টির রহস্য ও তুচ্ছ উপাদান থেকে তার জন্ম হওয়ার কথা উল্লেখ করে পুনরুত্থানের সম্ভাবনা প্রমাণ করছেন।

- **"فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ"** - অতএব মানুষ দেখুক সে কিসে থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষকে তার নিজের সৃষ্টির উৎসের দিকে তাকাতে বলা হচ্ছে।

- **"خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ"** - সে সৃষ্টি হয়েছে সবেগে নির্গত হওয়া পানি থেকে। এখানে পুরুষের বীর্য বোঝানো হয়েছে, যা তীব্র বেগে নির্গত হয়।

- **"يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ"** - যা মেরুদণ্ড ও পাঁজর হাড়ের মধ্য থেকে নির্গত হয়। 'সুলব' অর্থ মেরুদণ্ড এবং 'তারাইব' অর্থ বুকের পাঁজর হাড়। এর দ্বারা বীর্যের উৎপত্তিস্থল বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যে আল্লাহ তুচ্ছ পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাঁর জন্য মৃত্যুর পর পুনরায় তাকে জীবিত করা কোনো কঠিন কাজ নয়।

আয়াত ৮-১০:

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ(10)

অনুবাদ: নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম (৮), যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে (৯)। সেদিন তার কোনো শক্তি থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না (১০)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে পুনরুত্থানের উপর আল্লাহর ক্ষমতা এবং কিয়ামত দিবসের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন।

- **"إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ"** - নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম।

- **"يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ"** - যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। কিয়ামত দিবসে মানুষের অন্তরের গোপন কথা, নিয়ত ও বিশ্বাস পরীক্ষা করা হবে। বাহ্যিক কাজকর্মের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অবস্থাও সেদিন প্রকাশ পাবে।

- **"فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ"** - সেদিন তার কোনো শক্তি থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। সেদিন মানুষ সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে পড়বে। আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তার নিজস্ব কোনো শক্তি থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও এগিয়ে আসবে না।

এই আয়াতগুলো কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

আয়াত ১১-১৭:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17) [1]

অনুবাদ: শপথ বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের (১১), এবং উদ্ভিদ উৎপাদনে বিদীর্ণ ভূমির (১২), নিশ্চয় এটা এক মীমাংসিত কথা (১৩), এবং এটা কোনো তামাশা নয় (১৪)। নিশ্চয় তারা চক্রান্ত করে (১৫), আর আমিও চক্রান্ত করি (১৬)। সুতরাং তুমি কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও (১৭)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোতে আকাশ ও পৃথিবীর আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কসম করে কুরআনের সত্যতা এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালার কথা উল্লেখ করেছেন।

- **"وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ"** - শপথ বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের। 'রাজ' অর্থ প্রত্যাবর্তন। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে।

- **"وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ"** - এবং উদ্ভিদ উৎপাদনে বিদীর্ণ ভূমির। 'সাদ্' অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। মাটি ফেটে বীজ থেকে চারা গজায় এবং উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

এই দুটি বিষয়ের কসম করে আল্লাহ তা'আলা বলছেন **"إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ"** - নিশ্চয় এটা এক মীমাংসিত কথা এবং এটা কোনো তামাশা নয়। কুরআন হলো সত্য ও ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত বাণী। এতে যা বলা হয়েছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, এটা কোনো হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়।

কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন **"إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا"** - নিশ্চয় তারা চক্রান্ত করে, আর আমিও চক্রান্ত করি। কাফেররা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু আল্লাহর কৌশল তাদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

শেষে রাসূল (সাঃ)-কে কাফেরদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে **" فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا"** - সুতরাং তুমি কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও। এর অর্থ হলো, হে রাসূল! আপনি কাফেরদেরকে তাদের কুফরীর উপর কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দিন। আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে।

এই সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি রহস্য, তত্ত্বাবধান, পুনরুত্থানের ক্ষমতা এবং কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। একইসাথে কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও তাদের জন্য আল্লাহর কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আয়াত:

- সূরা আল-ফাতহ (৪৮): আয়াত ২৯ (সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য)।

রা আল-ফাতহ (৪৮): আয়াত ২৯ - সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা (সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য)

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আল-ফাতহের ২৯ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের ভূমিকার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

আয়াত ২৯:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ [1] ۚ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [2] (29)

অনুবাদ: মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল; আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজ্দাবনত অবস্থায় দেখবেন, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের চেহারায় সিজ্দার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত এবং ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত হল যেন একটি চারাগাছ যা তার কিশলয় নির্গত করেছে, অতঃপর তা শক্ত করেছে এবং তা কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীদেরকে আনন্দিত করে; যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে রাগান্বিত করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের ছয়টি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন:

১. **"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ"** - মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর। সাহাবা কেরাম (রাঃ) ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁরা দ্বীন

প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং বাতিলের সামনে কখনো মাথা নত করেননি। তাঁদের এই কঠোরতা ছিল আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখার জন্য, কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে নয়।

২. **"رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ"** - নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল। সাহাবা কেরাম (রাঃ) একে অপরের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, সহানুভূতিশীল ও স্নেহপূর্ণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার এক গভীর বন্ধন ছিল। তাঁরা একে অপরের দুঃখে ব্যথিত হতেন এবং সুখে আনন্দিত হতেন। পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাই ছিল তাঁদের জীবনের মূলনীতি।

৩. **"تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا"** - আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় দেখবেন। সাহাবা কেরাম (রাঃ) নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করতেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে রুকু ও সিজদায় মগ্ন থাকতেন। সালাতের মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতেন এবং নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতেন।

৪. **"يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا"** - তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাঁদের সকল ইবাদত, ত্যাগ ও কষ্টের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা। তাঁরা কোনো প্রকার লোক দেখানো বা পার্থিব লাভের আশা ছাড়াই আল্লাহর পথে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন।

৫. **"سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ"** - তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। তাঁদের মুখমণ্ডলে সিজদার নূর ও ইবাদতের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যেত। এর অর্থ এই নয় যে তাঁদের কপালে কোনো দাগ ছিল, বরং তাঁদের চেহারায় বিনয়, আল্লাহর ভয় ও ইবাদতের জ্যোতি প্রকাশ পেত।

৬. **" ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۚ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ"** - এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত এবং ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত হল যেন একটি চারাগাছ যা তার কিশলয় নির্গত করেছে, অতঃপর তা শক্ত করেছে এবং তা কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীদেরকে আনন্দিত করে; যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে রাগান্বিত করেন। তাওরাত ও ইনজিলেও সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের আগমন ও তাঁদের গুণাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তাঁদের দৃষ্টান্ত হলো একটি শক্তিশালী চারাগাছের মতো, যা প্রথমে দুর্বল ছিল, কিন্তু পরে শক্ত ও মজবুত হয়েছে এবং তার সৌন্দর্য চাষীদের আনন্দিত করে। তেমনিভাবে, সাহাবা কেরাম (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সাথে থেকে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের উন্নতি ও ঐক্য কাফেরদের রাগান্বিত করেছিল।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের মধ্যে যারা ঈমান এনেছেন এবং সৎকর্ম করেছেন, তাঁদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

এই আয়াতটি সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের মর্যাদা ও তাঁদের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয় এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য মুমিনদের উৎসাহিত করে।

▪ সূরা ক্বাফ (৫০): আয়াত ১৬-১৮ (মানুষের কর্ম সংরক্ষণ)।

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা ক্বাফের এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার মানুষের প্রতি জ্ঞানের পরিধি এবং তাদের প্রতিটি কর্ম সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত ১৬:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(16)

অনুবাদ: আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন যা কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি। আর আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার মানুষের উপর জ্ঞানের ব্যাপকতা বর্ণনা করেছেন। **"وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ"** - আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত।

"وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ" - এবং তার মন যা কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি। আল্লাহ শুধু মানুষের প্রকাশ্য কর্মই জানেন না, বরং তাদের অন্তরের গোপন চিন্তা ও কুমন্ত্রণাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। মানুষের মনে ভালো বা মন্দ যা কিছু উদয় হয়, সবই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে বিদ্যমান।

"وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" - আর আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। 'হাবলুল ওয়ারীদ' অর্থ হলো গলার প্রধান শিরা বা ধমনী, যা মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে তিনি মানুষের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের চেয়েও তার কাছে। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও ক্ষমতা মানুষের উপর সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকে।

এই আয়াতটি মানুষকে তার গোপন ও প্রকাশ্য সকল কাজের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আয়াত ১৭:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ(17)

অনুবাদ: যখন দুজন গ্রহণকারী (ফেরেশতা) তার ডান ও বাম দিক থেকে গ্রহণ করে বসে থাকে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে মানুষের কর্ম সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত দুজন ফেরেশতার কথা উল্লেখ করেছেন। **"إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ"** - যখন দুজন গ্রহণকারী (ফেরেশতা) গ্রহণ করে। এখানে দুজন ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে যারা মানুষের সকল কথা ও কাজ গ্রহণ করে লিপিবদ্ধ করেন।

"عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ" - তার ডান ও বাম দিক থেকে বসে থাকে। একজন ফেরেশতা মানুষের ডান দিকে এবং অন্যজন বাম দিকে বসে তার কর্মসমূহ লিখে রাখেন। ডান দিকের ফেরেশতা মানুষের ভালো কাজ এবং বাম দিকের ফেরেশতা তার মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করেন।

এই আয়াতটি মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব রাখা হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন এই হিসাবের ভিত্তিতেই তার প্রতিদান বা শাস্তি নির্ধারিত হবে - এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তোলে।

আয়াত ১৮:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ(18)

অনুবাদ: সে কোনো কথাই উচ্চারণ করে না, কিন্তু তার কাছে একজন সদা প্রস্তুত তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) রয়েছে।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতে মানুষের প্রতিটি উচ্চারিত কথার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। **" مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ"** - সে কোনো কথাই উচ্চারণ করে না। মানুষ তার জীবনে যত কথা বলে, ছোট বা বড়, ভালো বা মন্দ - কোনো কথাই বাদ যায় না।

"إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" - কিন্তু তার কাছে একজন সদা প্রস্তুত তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) রয়েছে। প্রত্যেকটি উচ্চারিত কথার উপর একজন 'রাকীব' (তত্ত্বাবধায়ক) এবং 'আতীদ' (সদা প্রস্তুত) ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন, যিনি সেই কথা তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

এই আয়াতটি মানুষকে তার জিহ্বার ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি কথার হিসাব নেওয়া হবে।

সারসংক্ষেপে, সূরা ক্বাফের এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার মানুষের প্রতি জ্ঞানের ব্যাপকতা, তাদের অন্তরের গোপন চিন্তা সম্পর্কেও তাঁর অবগত থাকা এবং মানুষের প্রতিটি কর্ম ও কথা সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই জ্ঞান ও হিসাবের ধারণা মানুষকে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সতর্ক ও সংযত থাকতে উৎসাহিত করে।

- সূরা আয-যারিয়াত (৫১): আয়াত ১৫-১৯ (মুত্তাকীদের প্রতিদান), আয়াত ৫৬-৫৮ (সৃষ্টির উদ্দেশ্য)।

সূরা আয-যারিয়াত (৫১): আয়াত ১৫-১৯ (মুত্তাকীদের প্রতিদান)

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আয-যারিয়াতের ১৫ থেকে ১৯ নং আয়াতগুলোতে মুত্তাকীন (আল্লাহভীরু) দের জন্য জান্নাতের প্রতিদান ও তাদের কিছু গুণাবলী উল্লেখ করেছেন।

আয়াত ১৫-১৯:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)

অনুবাদ: নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও ঝর্ণাধারায় (১৫)। তারা সানন্দে গ্রহণ করবে যা তাদের রব তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয়ই তারা এর পূর্বে সৎকর্মপরায়ণ ছিল (১৬)। তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত (১৭)। আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত (১৮)। এবং তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল (১৯)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

- **"إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ"** - নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও ঝর্ণাধারায়। আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) বলেন, মুত্তাকীন অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলে, তারা কিয়ামতের দিন জান্নাতের মনোরম পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার ঝর্ণাধারার পাশে অবস্থান করবে।
- **"آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ"** - তারা সানন্দে গ্রহণ করবে যা তাদের রব তাদেরকে দেবেন। জান্নাতে তাদের রব আল্লাহ তা'আলা যা কিছু দান করবেন, তারা সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করবে। এর মধ্যে সকল প্রকার নেয়ামত ও আরাম-আয়েশ অন্তর্ভুক্ত।
- **"إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ"** - নিশ্চয়ই তারা এর পূর্বে সৎকর্মপরায়ণ ছিল। জান্নাতে এই প্রতিদান পাওয়ার কারণ হলো তারা দুনিয়ার জীবনে 'মুহসিনীন' অর্থাৎ সৎকর্মশীল ছিল। তারা তাদের ঈমানকে সুন্দরভাবে ধারণ করেছিল এবং ইখলাসের সাথে ভালো কাজ করেছিল।
- **"كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ"** - তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত। মুত্তাকীনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো তারা রাতের বেশিরভাগ সময় ইবাদতে মশগুল থাকত এবং ঘুমের জন্য খুব কম সময় ব্যয় করত। তারা তাহাজ্জুদের নামাজে দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করত।
- **"وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ"** - আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। 'আসহার' হলো রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, ফজরের নিকটবর্তী সময়। এই মূল্যবান সময়ে মুত্তাকীরা আল্লাহর কাছে তাদের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইত।
- **"وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"** - এবং তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল। মুত্তাকীরা তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করত এবং অভাবী ও বঞ্চিতদের সাহায্য করত। তারা মনে করত তাদের সম্পদে দরিদ্রদেরও ন্যায্য অধিকার রয়েছে।

এই আয়াতগুলোতে মুত্তাকীনদের জান্নাতের নেয়ামত এবং তাদের রাতের ইবাদত, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও দানশীলতার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে।

▪ সূরা আয-যারিয়াত (৫১): আয়াত ৫৬-৫৮ (সৃষ্টির উদ্দেশ্য)

সূরা আয-যারিয়াতের ৫৬ থেকে ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিন ও ইনসান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এবং তাঁর অমুখাপেক্ষিতার কথা বর্ণনা করেছেন।

আয়াত ৫৬-৫৮:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)

অনুবাদ: আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে (৫৬)। আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না এবং আমি চাই না যে তারা আমাকে আহার যোগাবে (৫৭)। নিশ্চয় আল্লাহই রিযিকদাতা, প্রবল শক্তিধর (৫৮)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

- **"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"** - আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে। আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি জিন ও ইনসান সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা এই উভয় সৃষ্টিকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের ব্যাপক অর্থে আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা বোঝায়।
- **"مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ"** - আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না এবং আমি চাই না যে তারা আমাকে আহার যোগাবে। আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে কোনো প্রকার রিযিক বা খাদ্যের প্রত্যাশা করেন না। বরং তিনিই সকল সৃষ্টির রিযিকদাতা।
- **"إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ"** - নিশ্চয় আল্লাহই রিযিকদাতা, প্রবল শক্তিধর। একমাত্র আল্লাহই সকল জীবন্ত প্রাণীর রিযিক দান করেন। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর শক্তি অত্যন্ত মজবুত। কারো সাধ্য নেই তাঁর রিযিক প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে।

এই আয়াতগুলোতে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে আল্লাহর ইবাদত করার কথা বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষী ও সর্বশক্তিমান হওয়ার গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের উচিত এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে নিজেদের নিয়োজিত করা।

▪ সূরা আন-নাজম (৫৩): আয়াত ১-১৮ (মি'রাজের ঘটনা)।

সূরা আন-নাজম (৫৩): আয়াত ১-১৮ - সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা (মি'রাজের ঘটনা)

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনি (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এ সূরা আন-নাজমের প্রথম ১৮টি আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মি'রাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার বিবরণ দিয়েছেন।

আয়াত ১-১৮:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ [1] الْأَعْلَىٰ (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (٩) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِنْدَ [2] سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (١٧) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ [3] (18)

অনুবাদ: শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয় (১)। তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ) পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি (২)। আর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না (৩)। এটা তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় (৪)। তাঁকে শিক্ষা দান করেছেন প্রবল শক্তিধর (জিবরাঈল) (৫), যিনি সৌন্দর্যমণ্ডিত; অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন (৬), ঊর্ধ্ব দিগন্তে (৭)। অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন, তারপর আরও কাছে এলেন (৮), ফলে তিনি দুই ধনুকের দূরত্বে অথবা তারও কম দূরত্বে ছিলেন (৯)। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিল, তা ওহী করলেন (১০)। তাঁর অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে (১১)। তবে কি তোমরা তাঁর সাথে বিতর্ক করবে যা তিনি দেখেছেন সে বিষয়ে (১২)? আর অবশ্যই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন (১৩), সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে (১৪), যার কাছে রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া (১৫)। যখন সিদরাকে আচ্ছাদিত করছিল যা আচ্ছাদিত করছিল (১৬), তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমাও ছাড়িয়ে যায়নি (১৭)। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন (১৮)।

সাফওয়াতুত তাফাসীরের আলোকে ব্যাখ্যা:

আল্লামা আস-সাবুনি (রহ.) এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে মি'রাজের ঘটনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন:

- **"وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ"** - শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। আল্লাহ তা'আলা অস্তমিত তারকার কসম করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রিসালাতের সত্যতা এবং তাঁর মি'রাজের ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করছেন।
- **"مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ"** - তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ) পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। মক্কার কাফেররা রাসূল (সাঃ)-কে পথভ্রষ্ট বা বিভ্রান্ত বলত। এই আয়াতে তাদের অভিযোগ খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে রাসূল (সাঃ) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোনো প্রকার ভ্রান্তির শিকার নন।
- **"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ"** - আর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। এটা তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। রাসূল (সাঃ) নিজের খেয়ালখুশি মতো কোনো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহী। কুরআন এবং তাঁর হাদীস সবই ওহীর অন্তর্ভুক্ত।
- **"عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ"** - তাঁকে শিক্ষা দান করেছেন প্রবল শক্তিধর (জিবরাঈল), যিনি সৌন্দর্যমণ্ডিত; অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন, ঊর্ধ্ব দিগন্তে। রাসূল (সাঃ)-কে ওহীর জ্ঞান দানকারী ফেরেশতা হলেন জিবরাঈল (আঃ), যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুন্দর আকৃতির। তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে নিজ রূপে স্থির হয়েছিলেন।

- **"ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ"** - অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন, তারপর আরও কাছে এলেন, ফলে তিনি দুই ধনুকের দূরত্বে অথবা তারও কম দূরত্বে ছিলেন। মি'রাজের রাতে জিবরাঈল (আঃ) রাসূল (সাঃ)-এর খুব কাছে এসেছিলেন, যা ঘনিষ্ঠতা ও সম্মানের পরিচায়ক।
- **"فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ"** - তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিল, তা ওহী করলেন। এই ঘনিষ্ঠ সাক্ষাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি গুরুত্বপূর্ণ ওহী নাযিল করেন, যার বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে পাওয়া যায়।
- **"مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ"** - তাঁর অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তবে কি তোমরা তাঁর সাথে বিতর্ক করবে যা তিনি দেখেছেন সে বিষয়ে? রাসূল (সাঃ) মি'রাজের রাতে যা কিছু দেখেছেন, তা তাঁর অন্তর সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছে। অবিশ্বাসীরা তাঁর দেখা বিষয় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা অনুচিত।
- **"وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ"** - আর অবশ্যই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন, সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে, যার কাছে রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া। যখন সিদরাকে আচ্ছাদিত করছিল যা আচ্ছাদিত করছিল। রাসূল (সাঃ) মি'রাজের রাতে সিদরাতুল মুন্তাহার কাছে জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর আসল রূপে আরেকবার দেখেছিলেন। সিদরাতুল মুন্তাহা হলো এক বিশাল কুলগাছ, যা সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং এটি ঊর্ধ্ব জগতের শেষ সীমা। এর কাছেই জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত। সেই সময় সিদরাতুল মুন্তাহাকে আল্লাহর বিশেষ নূরে আচ্ছাদিত করা হয়েছিল।
- **"مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ"** - তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমাও ছাড়িয়ে যায়নি। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন। মি'রাজের রাতে রাসূল (সাঃ)-এর দৃষ্টি কোনো প্রকার ভুল বা সীমালঙ্ঘন করেনি। তিনি স্থির ও সঠিকভাবে তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী, যেমন জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য বিস্ময়কর জিনিস প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই আয়াতগুলোতে মি'রাজের প্রাথমিক বিবরণ, রাসূল (সাঃ)-এর সত্যবাদিতা, ওহীর উৎস, জিবরাঈল (আঃ)-এর সাক্ষাৎ এবং আল্লাহ তা'আলার মহান নিদর্শনাবলী দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাসূল (সাঃ)-এর মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্য প্রমাণ করে।

○ খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: ১৫টি থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে: ১০×৫=৫০

١. ما المراد بقوله تعالى: حم (١) عسق (٢) ؟ اذكر أقوال العلماء فيه.

১. মহান আল্লাহর বাণী: "হা-মীম (১), আইন-সীন-ক্বাফ (২)" - এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এ বিষয়ে আলেমদের মতামত উল্লেখ কর।

উত্তর: আয়াত "হা-মীম (১), আইন-সীন-ক্বাফ (২)" সূরা আশ-শুরার প্রথম দুটি আয়াত। এগুলি কুরআনের মুকাত্ত'আত (منفصلات حروف) বা বিচ্ছিন্ন অক্ষর নামে পরিচিত। কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে এই ধরনের বিচ্ছিন্ন অক্ষর দেখা যায় এবং এর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না বলে বেশিরভাগ মুসলমান বিশ্বাস করেন।

এ বিষয়ে আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে:

- অধিকাংশ আলেমের মত: এই অক্ষরগুলির অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। এটা কুরআনের মোজেজা বা অলৌকিকত্বের অংশ। আল্লাহ এই অক্ষরগুলি দিয়ে সূরা শুরু করেছেন, কিন্তু এর ভেতরের অর্থ মানুষের জ্ঞানের বাইরে।
- কিছু আলেমের ব্যাখ্যা: কেউ কেউ এই অক্ষরগুলিকে আল্লাহর কিছু নাম বা গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে এগুলি সংশ্লিষ্ট সূরার নামের বা বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে।
    - যেমন, কেউ বলেছেন "হা-মীম" আল্লাহর 'রহমান' (দয়াময়) ও 'রহীম' (পরম দয়ালু) নামের দিকে ইঙ্গিত করে।
    - "আইন-সীন-ক্বাফ" এর প্রতিটি অক্ষরকেও আলাদাভাবে আল্লাহর গুণবাচক নাম অথবা অন্য কোন অর্থের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ বলা হয়েছে। তবে এই ব্যাখ্যাগুলি পণ্ডিতদের নিজস্ব অনুমান, এর কোনো সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই।
- অন্যান্য মতামত: কিছু বিদ্বান মনে করেন যে এই অক্ষরগুলি সম্ভবত কুরআনের অবতরণের সময়কার কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক বা ভাষাগত তাৎপর্য বহন করত, যা বর্তমানে আমাদের কাছে অজানা।

তবে, সাধারণভাবে ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের উচিত এই আয়াতগুলিকে তেলাওয়াত করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কালামের প্রতি সম্মান জানানো।

٢. ما المراد بالفتح في قوله تعالى: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) ؟ بين أقوال العلماء فيه.

২. মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি" - এই আয়াতে "আল-ফাতহ" (বিজয়) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এ বিষয়ে আলেমদের মতামত স্পষ্ট কর।

উত্তর: মহান আল্লাহর বাণী: "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" (সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১)। এই আয়াতে "আল-ফাতহ" (الفتح) শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নির্দেশ করে। এ বিষয়ে আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে:

- সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী মত: এখানে "আল-ফাতহ" দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বোঝানো হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধি আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য কিছু কঠিন শর্ত নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব ছিল। এই সন্ধির মাধ্যমেই মক্কার কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের একটি শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়, যা পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর ফলস্বরূপ বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে এবং মক্কা বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়। এই মতের পক্ষে অনেক সাহাবী ও তাবেঈনের বক্তব্য এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সাক্ষ্য দেয়।

- মক্কা বিজয়: কিছু আলেম মনে করেন যে এখানে "আল-ফাতহ" দ্বারা সরাসরি মক্কা বিজয়কে বোঝানো হয়েছে। কারণ মক্কা বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিজয়। এর মাধ্যমে কাবাঘর মূর্তি পূজার কলুষতা থেকে মুক্ত হয় এবং ইসলাম আরব উপদ্বীপে একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে।
- অন্যান্য ব্যাখ্যা:
    - দ্বীনের প্রসার ও সাহায্য: কেউ কেউ "আল-ফাতহ" দ্বারা ইসলামের ব্যাপক প্রসার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য বোঝাতে চেয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দ্রুতগতিতে ইসলামের বিস্তার লাভ এর একটি প্রমাণ।
    - নবুওয়তের সত্যতা প্রকাশ: কোনো কোনো আলেম এই "ফাতহ"-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে দেখেছেন। কারণ এই সন্ধি এবং পরবর্তী ঘটনাবলী তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাকে প্রমাণ করে।
    - অন্তরের শান্তি ও স্বস্তি: কেউ কেউ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে "ফাতহ" দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের শান্তি ও প্রশান্তি বোঝাতে চেয়েছেন, যা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করেছিলেন।

তবে, উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মত হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ এই সন্ধি পরবর্তীতে মক্কা বিজয়সহ ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছিল। আল্লাহ তাআলা এই সন্ধিকে "স্পষ্ট বিজয়" (فتحاً مبيناً) হিসেবে উল্লেখ করে এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

٣. اذكر سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتبينوا ...

৩. মহান আল্লাহর বাণী: "হে মুমিনগণ! যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসেক কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করো..." - এই আয়াত নাযিলের কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর: মহান আল্লাহর বাণী: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"[1] (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৬)।

এই আয়াত নাযিলের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনাটি হলো:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুস্তালিক গোত্রের কাছে যাকাত আদায় করার জন্য ওয়ালিদ ইবনে উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। ওয়ালিদ (রাঃ) যখন তাদের কাছাকাছি পৌঁছান, তখন তাদের মধ্যে পূর্বের কিছু বিদ্বেষের কারণে তিনি ভয় পান এবং ধারণা করেন যে তারা তাকে আক্রমণ করতে পারে। ফলে তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মিথ্যা খবর দেন যে বনু মুস্তালিক গোত্রের লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর শুনে রাগান্বিত হন এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। কিন্তু বনু মুস্তালিক গোত্রের লোকেরা তাদের পক্ষ থেকে হারিস ইবনে আবি দিরার রাদিয়াল্লাহু

আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করেন। হারিস (রাঃ) এসে বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলেন এবং জানান যে ওয়ালিদ (রাঃ) আদৌ তাদের কাছে যাননি এবং তারা যাকাত দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারেন যে ওয়ালিদ (রাঃ) ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। এরপরই আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন: "হে মুমিনগণ! যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসেক কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করো, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করো এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"

এই আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে কোনো খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সত্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেন, বিশেষ করে যখন কোনো ফাসেক ব্যক্তি সেই খবর নিয়ে আসে। এর মাধ্যমে সমাজে ভুল বোঝাবুঝি, অন্যায় এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

٤. لم قدم (علم القرآن) على قوله (خلق الإنسان)؟

৪. মহান আল্লাহর বাণীতে "তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন" - এই বাক্যটি "তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন" - এই বাক্যের পূর্বে কেন উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর: মহান আল্লাহর বাণীতে "عَلَّمَ الْقُرْآنَ" (তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন) বাক্যটি "خَلَقَ الْإِنْسَانَ" (তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন) - এই বাক্যের পূর্বে উল্লেখ করার তাৎপর্য ও কারণ সম্পর্কে বিদ্বানগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

- কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব: এই আয়াতে কুরআন শিক্ষাকে মানুষের সৃষ্টির পূর্বে উল্লেখ করার মাধ্যমে কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে। কুরআন আল্লাহর কালাম এবং মানবজাতির জন্য হেদায়েতের উৎস। মানুষের সৃষ্টি আল্লাহর এক মহান অনুগ্রহ হলেও, কুরআন শিক্ষা সেই অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করে। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর পরিচয় লাভ করে এবং জীবন পরিচালনার সঠিক দিকনির্দেশনা পায়।
- সৃষ্টির উদ্দেশ্য: কোনো কোনো মুফাসসির মনে করেন যে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মূলত তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য। আর এই ইবাদত ও আনুগত্যের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় কুরআনের মাধ্যমে। তাই কুরআন শিক্ষাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- জ্ঞানের গুরুত্ব: এই আয়াতে জ্ঞানার্জনের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআন হলো জ্ঞানের ভান্ডার। আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন এবং এই জ্ঞানের সর্বোত্তম রূপ হলো কুরআন। কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে এবং সঠিক পথে চলতে পারে।
- ক্রমিক তাৎপর্য: যদিও আক্ষরিক অর্থে সৃষ্টি প্রথমে এবং শিক্ষা পরে হওয়ার কথা, এখানে আধ্যাত্মিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ক্রমকে বোঝানো হয়েছে। কুরআন মানুষের আত্মিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এটি মানুষের জীবনকে আলোকিত করে এবং তাকে উন্নততর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।
- বিশেষ অনুগ্রহ: কুরআন শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ সৃষ্টির অনুগ্রহের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কুরআন মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ দান করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, "عَلَّمَ الْقُرْآنَ" বাক্যটি "خَلَقَ الْإِنْسَانَ" -এর পূর্বে উল্লেখ করার মাধ্যমে কুরআনের মহিমা, মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, জ্ঞানের গুরুত্ব এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষের জীবনে কুরআনের জ্ঞান কতখানি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

٥. شرف الظهاربين بين كفارة الظهاربضوء القرآن الكريم.

৫. যিহারের সংজ্ঞা দিন এবং কুরআনুল কারীমের আলোকে যিহারের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) বর্ণনা কর।

উত্তর: যিহারের সংজ্ঞা

যিহার (الظهار) আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো "পৃষ্ঠ"। ইসলামী শরীয়তে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এমন কোনো কথা বলা, যার মাধ্যমে স্ত্রীকে তার মায়ের পৃষ্ঠের সাথে তুলনা করা হয় অথবা এমন কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করা হয় যার সাথে তুলনা করা চিরতরে হারাম। এর মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম হয়ে যায় যতক্ষণ না এর কাফফারা আদায় করা হয়।

সহজভাবে বললে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো" অথবা "তুমি আমার কাছে আমার বোনের মতো (যাকে বিবাহ করা চিরতরে হারাম)" - তবে এটি যিহার হিসেবে গণ্য হবে।

কুরআনুল কারীমের আলোকে যিহারের কাফফারা

কুরআনুল কারীমে সূরা আল-মুজাদালাহ (المجادلة)-এর প্রথম কয়েকটি আয়াতে যিহার এবং এর কাফফারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) [1]الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) [2]وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) [3]فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [4]ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ[5](4)

অনুবাদ: আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (১) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয়ই তারা অসঙ্গত ও মিথ্যা কথা বলে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (২) যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, অতঃপর তারা তাদের কথা প্রত্যাহার করে, তবে তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এর মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৩) অতঃপর যে ব্যক্তি (দাসী) না পায়, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দুই মাস সিয়াম পালন করবে। আর যে ব্যক্তি এতেও অক্ষম হয়, তবে ষাটজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে। এটা এজন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪)

এই আয়াতগুলোর আলোকে যিহারের কাফফারা নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হয়:

- একটি দাস মুক্ত করা: যিহারের প্রথম কাফফারা হলো একটি দাসকে (নারী বা পুরুষ) মুক্ত করা। যদি কোনো ব্যক্তি দাস মুক্ত করতে সক্ষম হয়, তবে স্ত্রীর সাথে পুনরায় স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে তাকে অবশ্যই এটি করতে হবে।
- টানা দুই মাস সিয়াম পালন করা: যদি কোনো ব্যক্তি দাস মুক্ত করতে অক্ষম হয়, তবে তার উপর ওয়াজিব হলো স্ত্রীর সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার পূর্বে একটানা দুই মাস রোজা রাখা। এখানে কোনো বিরতি দেওয়া যাবে না। অসুস্থতা বা অন্য কোনো শরীয়তসম্মত কারণে রোজা ভঙ্গ হলে পুনরায় শুরু করতে হবে।
- ষাটজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করা: যদি কোনো ব্যক্তি দাস মুক্ত করতে এবং একটানা দুই মাস রোজা রাখতেও অক্ষম হয়, তবে তার শেষ কাফফারা হলো ষাটজন দরিদ্র ব্যক্তিকে পেট ভরে খাদ্য দান করা।

এই তিনটি কাফফারার মধ্যে যার যা সামর্থ্য আছে, তাকে সেই অনুযায়ী একটি পালন করতে হবে। স্ত্রীর সাথে পুনরায় স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে এই কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা এই বিধানের মাধ্যমে মুমিনদেরকে তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করার এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার সুযোগ দিয়েছেন।

٦. بين سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)

৬. মহান আল্লাহর বাণী: "হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা কেন হারাম করছেন?" - এই আয়াত নাযিলের কারণ স্পষ্ট কর।

উত্তর: মহান আল্লাহর বাণী: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ১)।

এই আয়াত নাযিলের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাটি হলো:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত হাফসা (রাঃ) একদিন তাঁর পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কাছে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর ঘরে কিছু সময় কাটাতেন এবং সেখানে মধু পান করতেন।

হযরত হাফসা (রাঃ) যখন ফিরে আসেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও হযরত যায়নাব (রাঃ)-এর ঘরে ছিলেন। হযরত হাফসা (রাঃ)-এর মনে ঈর্ষা সৃষ্টি হয়। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত হাফসা (রাঃ) পরামর্শ করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কারো ঘরে আসবেন, তখন তারা বলবেন যে তাঁর মুখ থেকে মাগাফীরের (এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত আঠা) গন্ধ আসছে।

পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে আসেন, তখন তিনি (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথায় বিশ্বাস করেন এবং বলেন যে তিনি আর কখনো মধু পান করবেন না এবং তিনি বিষয়টি গোপন রাখার জন্য তাদের দু'জনকে অনুরোধ করেন।

কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই গোপন কথা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে প্রকাশ করে দেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে কষ্ট পান।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন: "হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা কেন হারাম করছেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন যে তিনি কেন স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করছেন। তবে আল্লাহ তাআলা সাথে সাথেই তাঁর ক্ষমাশীল ও দয়ালু গুণের কথা উল্লেখ করে বিষয়টির গুরুত্ব কমিয়ে দেন। এই ঘটনা স্ত্রীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা এবং স্ত্রীদের মধ্যেকার স্বাভাবিক মানবীয় দুর্বলতাকেও তুলে ধরে। একইসাথে, শরীয়তের মূলনীতি হলো আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করা উচিত নয়।

٧. مالمراد بقوله تعالى اوريل القرآن ترتيلا؟ بين حكم تلاوة القرآن مع الترتيل.

৭. মহান আল্লাহর বাণী: "এবং আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে, সুস্পষ্টভাবে" - এই আয়াতে "তারতীল" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? তারতীল সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর: মহান আল্লাহর বাণী: "وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا" (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ৪)।

এই আয়াতে "তারতীল" (ترتيلًا) শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর একাধিক অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। সাধারণভাবে "তারতীল" মানে হলো কোনো কিছুকে ধীরে ধীরে, সুস্পষ্টভাবে এবং সুন্দরভাবে গুছিয়ে উপস্থাপন করা। কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে "তারতীল" দ্বারা যা বোঝানো হয় তা হলো:

- ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করা (التأني في القراءة): তাড়াহুড়ো না করে প্রতিটি হরফ ও শব্দকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা।
- সুস্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করা (تبيين الحروف والكلمات): প্রতিটি অক্ষরের মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান) এবং সিফাত (বৈশিষ্ট্য) সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা, যাতে শ্রবণকারী প্রতিটি শব্দ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।
- থেমে থেমে তিলাওয়াত করা (الوقوف على رؤوس الآي): প্রতিটি আয়াতের শেষে অথবা অর্থের পূর্ণতা যেখানে পায় সেখানে বিরতি দেওয়া। এর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং অর্থের অনুধাবন সহজ হয়।
- মাখরাজ ও তাজভীদ অনুযায়ী তিলাওয়াত করা (تجويد الحروف ومعرفة الوقوف): তাজভীদের নিয়মকানুন যেমন - গুন্নাহ, ইদগাম, ইখফা, মদ্দ ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করা এবং কোথায় ওয়াকফ (থামা) করতে হবে তা জানা।
- অর্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়া (تدبر المعاني): কেবল শব্দ উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং পঠিত আয়াতের অর্থের দিকে খেয়াল করা এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও "তারতীল"-এর অন্তর্ভুক্ত।

তারতীল সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম:

কুরআনুল কারীমের এই আয়াত ("وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا") এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে তারতীল সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব (উৎসাহিত)। কোনো কোনো আলেমের মতে, তাজভীদের মৌলিক নিয়মকানুন মেনে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরজে কিফায়া (সমষ্টিগতভাবে ফরয)। অর্থাৎ, সমাজের কিছু লোক যদি তাজভীদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করে, তবে অন্যরা এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে। তবে প্রত্যেকেরই সাধ্য অনুযায়ী সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

তারতীল সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের অনেক উপকারিতা রয়েছে:

- এটি কুরআনকে সঠিকভাবে তিলাওয়াত করতে সাহায্য করে এবং ভুল উচ্চারণ থেকে রক্ষা করে।
- এটি তিলাওয়াতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং হৃদয়কে প্রশান্তি দান করে।
- এটি কুরআনের অর্থ অনুধাবন এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করে।
- এটি আল্লাহর কালামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি মাধ্যম।

সুতরাং, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন তিলাওয়াতের সময় "তারতীল"-এর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং ধীরে ধীরে, সুস্পষ্টভাবে, তাজভীদের নিয়ম মেনে এবং অর্থের প্রতি মনোযোগের সাথে কুরআন পাঠ করা।

٨. بين سبب نزول قوله تعالى : (عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى...

৮. মহান আল্লাহর বাণী: "সে ভ্রুকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল (১), কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি এসেছিল..." - এই আয়াত নাযিলের কারণ স্পষ্ট কর।

উত্তর: মহান আল্লাহর বাণী: "عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ (٨) وَهُوَ يَخْشَىٰ (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ (١٠)" (সূরা আবাসা, আয়াত: ১-১০)।

এই আয়াতগুলো নাযিলের প্রসিদ্ধ কারণ হলো:

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার সাথে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি আশা করছিলেন যে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের অনুসরণ করে আরও অনেকে ইসলামে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিচ্ছিলেন এবং তাদের কথায় মনোনিবেশ করছিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন অন্ধ সাহাবী, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন এবং দ্বীনের কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারবার প্রশ্ন করতে থাকেন, যার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কারণে কিছুটা বিরক্তি অনুভব করেন এবং তার প্রতি ভ্রুকুঞ্চিত করেন ও মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি মনে করেছিলেন যে এখন প্রভাবশালী নেতাদের সাথে আলোচনা করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলো নাযিল করেন। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আচরণকে অপছন্দ করেন এবং একজন অন্ধ ও আগ্রহী মুমিনের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আল্লাহ তাআলা বলেন যে হয়তো এই অন্ধ ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম) আত্মশুদ্ধি লাভ করবে অথবা উপদেশ গ্রহণ করবে যা তার উপকারে আসবে।

অন্যদিকে, যারা নিজেদেরকে অমুখাপেক্ষী মনে করে (কুরাইশের নেতারা), তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের ঈমান না আনলে তাঁর কোনো দায়িত্ব নেই বলেও আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আপনার কাছে ছুটে আসে, আপনি তার প্রতি অমনোযোগী হন।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, দুর্বল-সবল নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া উচিত। যারা আন্তরিকভাবে দ্বীন শিখতে আগ্রহী, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং যখনই তিনি আসতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তার খোঁজখবর নিতেন।

٩. اكتب قصة "أصحاب الأخدود" بالاختصار.

৯. "আসহাবুল উখদুদ" (গর্তের সাথী)-দের ঘটনা সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর: আসহাবুল উখদুদ (গর্তের সাথী)-দের ঘটনা সংক্ষেপে

"আসহাবুল উখদুদ" (أصحاب الأخدود) কুরআনের সূরা আল-বুরুজে (البروج) বর্ণিত একটি মর্মান্তিক ঘটনা। এটি সেই বিশ্বাসীদের কাহিনী যারা তাদের ঈমানের জন্য ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো:

প্রাচীনকালে ইয়ামানে এক অত্যাচারী রাজা ছিল। তার একজন যাদুকর ছিল যে বৃদ্ধ হলে রাজাকে একজন নতুন যাদুকর নিয়োগের পরামর্শ দেয়। রাজা এক বুদ্ধিমান বালককে যাদুকরের কাছে শিক্ষা নেওয়ার জন্য পাঠায়। পথে বালকটি এক ধার্মিক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার কাছ থেকে তাওহীদের (একত্ববাদ) শিক্ষা লাভ করে।

এক পর্যায়ে বালকটির দোয়ায় এক ভয়ংকর প্রাণী নিহত হয় যা মানুষের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এতে বালকটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজার সভাসদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজা বালকটিকে ডেকে পাঠায় এবং তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পারে। বালকটি জানায় যে এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

রাজা বালকটিকে তার ধর্ম ত্যাগ করে মূর্তিপূজা করার নির্দেশ দেয়। বালকটি অস্বীকার করলে রাজা তাকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো শাস্তিই তার উপর কার্যকর হয় না। অবশেষে বালকটি রাজাকে একটি বুদ্ধি দেয়। সে বলে, "যদি আপনি আমাকে হত্যা করতে চান, তবে সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় জমা করুন এবং বলুন 'এই বালকের রবের নামে' বলে আমার দিকে তীর নিক্ষেপ করুন।"

রাজা সেই অনুযায়ী কাজ করলে তীর বালকটির কপালে লাগে এবং সে শাহাদাত বরণ করে। বালকের ঈমানের দৃঢ়তা এবং আল্লাহর উপর তার অবিচল বিশ্বাস দেখে বহু মানুষ ঈমান আনে।
রাজা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিশাল গর্ত (উখদুদ) খনন করার নির্দেশ দেয় এবং তাতে আগুন জ্বালানো হয়। যারা ঈমান ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তাদেরকে সেই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, বিশ্বাসীরা ধৈর্য্যের সাথে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শাহাদাত বরণ করে, অথচ অত্যাচারীরা তাদের ঈমানের উপর উপহাস করছিল।
এই ঘটনায় বিশ্বাসীদের দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর পথে অটল থাকার শিক্ষা এবং অত্যাচারীদের ভয়াবহ পরিণতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-বুরুজে এই ঘটনার উল্লেখ করে ঈমানদারদের সান্ত্বনা দেন এবং কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

١٠. فسر قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى على منهج أهل السنة والجماعة.

১০. মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তিনি আপনাকে পথহারা অবস্থায় পেয়েছিলেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছিলেন" - আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মহান আল্লাহর বাণী: "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" (সূরা আদ-দুহা, আয়াত: ৭)।
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি অনুযায়ী এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো:
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস অনুযায়ী, সকল নবী ও রাসূলগণ জন্মগতভাবে ফিতরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁরা নবুওয়াত লাভের পূর্বেও সত্যের উপর অবিচল ছিলেন। তাঁরা কখনো শিরক বা অন্য কোনো জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না।
সুতরাং, এই আয়াতে "ضَالًّا" (পথহারা) শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের আগের জীবনকে বোঝানো হয়েছে, যখন তিনি শরীয়তের বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াত দান করার মাধ্যমে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেছেন এবং সরল পথের দিশা দেখিয়েছেন।
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে ওঠে:

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা: আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর রাসূলকে পথপ্রদর্শন করেছেন। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও ভালোবাসার প্রমাণ।
- নবুওয়াতের গুরুত্ব: নবুওয়াত হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এর মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথের দিশা লাভ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির মাধ্যমেই মানবজাতি পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের জ্ঞান লাভ করেছে।
- ইলমের প্রয়োজনীয়তা: এই আয়াত দ্বারা ইলম (জ্ঞান) অর্জনের গুরুত্বও প্রতীয়মান হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে শরীয়তের বিস্তারিত জ্ঞান রাখেননি। আল্লাহ

তাআলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে সেই জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা।

- হিদায়াতের একমাত্র উৎস আল্লাহ: "فَهَدَىٰ" (অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছিলেন) - এই অংশটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে হিদায়াতের একমাত্র উৎস হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনিই যাকে ইচ্ছা পথ দেখান এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন।

সারসংক্ষেপে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি অনুযায়ী "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা আপনাকে নবুওয়াত লাভের পূর্বে শরীয়তের বিস্তারিত জ্ঞানবিহীন অবস্থায় পেয়েছিলেন, অতঃপর ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সেই জ্ঞান দান করেছেন এবং সরল পথের দিশা দেখিয়েছেন। এখানে "ضَلَال" শব্দটি দ্বারা অজ্ঞতা বা জ্ঞানের অভাব বোঝানো হয়েছে, কোনো প্রকার ভ্রষ্টতা নয় - যা নবীদের শানের পরিপন্থী।

١١. ما المراد يشرح الصدر؟ وهل وقع شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم مرة وقع ؟ بين

১১. "(হে আল্লাহ!) আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন" - এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? নববী জীবনে কি বক্ষ প্রশস্ত করার ঘটনা ঘটেছিল? এবং কতবার ঘটেছিল? স্পষ্ট কর।

উত্তর: "(হে আল্লাহ!) আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন" - এই দোয়ার মাধ্যমে মূলত আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশস্ততা বোঝানো হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে:

- জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রসার: আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা, যার মাধ্যমে নবুওয়তের দায়িত্ব বহন করা এবং মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হয়।
- সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য: কঠিন পরিস্থিতিতে অবিচল থাকার এবং মানুষের ভুলত্রুটি ক্ষমা করার মানসিক শক্তি লাভ করা।
- ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হৃদয়: ইসলামের সত্যতাকে সহজে গ্রহণ করার এবং এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া।
- দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর হওয়া: মানসিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করা।

নববী জীবনে বক্ষ প্রশস্ত করার ঘটনা:

হ্যাঁ, নববী জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ প্রশস্ত করার ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হলো শৈশবে ফেরেশতাদের মাধ্যমে বক্ষ বিদারণ ও পরিষ্কার করার ঘটনা।

কতবার ঘটেছিল:

এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতানুসারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ প্রশস্ত করার ঘটনা দুইবার ঘটেছিল:

১. শৈশবে: যখন তিনি বনু সা'দ গোত্রে হালিমার (রাঃ) তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তখন ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করেন, কলিজা বের করে তা থেকে একটি কালো পিণ্ড (শয়তানের প্রভাব) বের করে ফেলেন এবং কলিজাটি যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে পুনরায় স্থাপন করেন। এই ঘটনাটি নবুওয়তের পূর্বে ঘটেছিল

এবং এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়তের মহান দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

২. মেরাজের রাতে: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে গমন করেন, তখনও তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়েছিল বলে কিছু বর্ণনায় উল্লেখ আছে। এই ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল মি'রাজের বিস্ময়কর জগৎ দেখার এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁকে আধ্যাত্মিকভাবে আরও প্রস্তুত করা।

এছাড়াও, কিছু দুর্বল বর্ণনায় আরও একবার বক্ষ প্রশস্ত করার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে ঐ দুটি ঘটনাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ।

সুতরাং, কুরআন এবং হাদীসের আলোকে প্রমাণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে বক্ষ প্রশস্ত করার ঘটনা ঘটেছিল এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তা দুইবার সংঘটিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়তের গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করেছিলেন।

١٢. كيف قال الله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) والقرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة.

১২. আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন: "নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) কদর রাতে অবতীর্ণ করেছি", অথচ কুরআন তেইশ বছর ধরে নাযিল হয়েছে।

উত্তর: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" (সূরা আল-কদর, আয়াত: ১)। এই আয়াতের আপাতবিরোধীতা নিয়ে আলেমগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কুরআনুল কারীম দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে কিভাবে আল্লাহ বলেন যে তিনি কুরআনকে কদর রাতে অবতীর্ণ করেছেন? এর কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো:

- একসাথে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে অবতরণ: সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র কুরআনুল কারীমকে এক রাতেই লাওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক) থেকে প্রথম আসমানে (বাইতুল ইয্যাতে) অবতীর্ণ করেছেন। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অল্প অল্প করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছে। "إنزال" (ইনযাল) শব্দটি সাধারণত একবারে অবতরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- কদর রাতেই প্রথম অবতরণ শুরু: আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছিল কদর রাতেই। এই রাতেই সর্বপ্রথম সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়। যেহেতু কুরআনের অবতরণের শুরুটা এই বরকতময় রাতে হয়েছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করেছেন।
- কদর রাতের বিশেষ তাৎপর্য: কদর রাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা এমনটি বলেছেন। এই রাতের ফজিলত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই রাতে কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে এই রাতের মাহাত্ম্য আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র কুরআনের অবতরণের সাথেই এই রাতের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

- কদর রাতে ফেরেশতাদের অবতরণ: কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, কদর রাতে ফেরেশতাদের ব্যাপক অবতরণ ঘটে এবং এই রাতে কুরআনের বিশেষ বরকত বর্ষিত হয়। এই কারণেও আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং, "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" আয়াতের অর্থ এই নয় যে সমগ্র কুরআন এক রাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, হয়তো কুরআন একবারে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে অথবা এই বরকতময় রাতেই কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে অথবা এই রাতের বিশেষ মর্যাদা ও তাৎপর্য বোঝানো হয়েছে। কুরআন দীর্ঘকাল ধরে অল্প অল্প করে নাযিল হওয়ার বিষয়টি সর্বজনবিদিত এবং এর সাথে এই আয়াতের কোনো সরাসরি Contradiction নেই।

١٣. اكتب قصة أصحاب القبل" بالاختصار

১৩. "আসাবুল কিবলা" (কিবলার সাথী)-দের ঘটনা সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর: "আসাবুল কিবলা" (أصحاب القبلة)-[কিবলার সাথী বা কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায়কারীরা] বলতে মূলত সেইসব সাহাবীদের বোঝানো হয় যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। যখন আল্লাহ তা'আলা কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়ে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ নাযিল করেন, তখন এই সাহাবীরা দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহর আদেশ মেনে নেন এবং কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে শুরু করেন। এই ঘটনা মুসলিমদের আনুগত্য ও আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

١٤. ما المراد بالكوثر؟ بين بضوء القرآن والسنة.

১৪. "আল-কাউসার" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্পষ্ট কর।

উত্তর: "আল-কাউসার" (الْكَوْثَر) শব্দটি কুরআনুল কারীমের সূরা আল-কাউসারে (الْكَوْثَر) উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে মুফাসসিরীন ও আলেমগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর প্রধান অর্থগুলো হলো:

- **কুরআনের আলোকে:**

আল্লাহ তাআলা সূরা আল-কাউসারে বলেন:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ(٣)

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল-কাউসার দান করেছি। (১) সুতরাং তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (২) নিশ্চয়ই তোমার শত্রুরাই নির্বংশ।" (৩)

এই সূরার প্রেক্ষাপটে "আল-কাউসার" এর তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র সন্তান মারা যান, তখন মুশরিকরা তাঁকে "আবতার" (নির্বংশ) বলে উপহাস করত। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা এই সূরা নাযিল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "আল-কাউসার" দান করার সুসংবাদ দেন।

- **সুন্নাহর আলোকে:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে "আল-কাউসার"-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা হলো:

- জান্নাতের একটি নহর (নদী): বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে "আল-কাউসার" হলো জান্নাতের একটি নহর (নদী)। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং এর সুগন্ধ কস্তুরীর চেয়েও উত্তম। এর তীরে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র এবং মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এই নহরের পানি পান করাবেন। যারা এই পানি একবার পান করবে, তারা আর কখনো পিপাসিত হবে না।

অন্যান্য ব্যাখ্যা:

কিছু আলেম "আল-কাউসার"-এর আরও ব্যাপক অর্থ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

- প্রচুর কল্যাণ ও প্রাচুর্য: আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে অগণিত কল্যাণ, মর্যাদা ও প্রাচুর্য দান করেছেন, তাও "আল-কাউসার"-এর অন্তর্ভুক্ত।
- নবুওয়াত ও রিসালাত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত ও রিসালাতের মহান দায়িত্ব প্রদান করাও "আল-কাউসার"-এর একটি অংশ।
- কুরআনুল কারীম: কুরআনুল কারীমও একটি বিশাল কল্যাণ ও প্রাচুর্য, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে দান করেছেন।
- উম্মতের আধিক্য: কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য নবীদের উম্মতের তুলনায় বেশি হবে, এটিও "আল-কাউসার"-এর অন্তর্ভুক্ত।
- শাফা'আতে কুবরা (বড় সুপারিশ): কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারিশ করবেন, তাও "আল-কাউসার"-এর একটি তাৎপর্য।

তবে, উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে জান্নাতের একটি নহর - এই ব্যাখ্যাটিই কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সবচেয়ে শক্তিশালীভাবে সমর্থিত। অন্যান্য ব্যাখ্যাগুলোও "আল-কাউসার"-এর ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সুতরাং, "আল-কাউসার" মূলত জান্নাতের একটি বিশেষ নহর, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। এর পাশাপাশি, এর ব্যাপক অর্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত যাবতীয় কল্যাণ, প্রাচুর্য ও মর্যাদা শামিল রয়েছে।

١٥. اكتب سبب نزول سورة الإخلاص

১৫. সূরা আল-ইখলাস নাযিলের কারণ লিখ।

উত্তর: সূরা আল-ইখলাস নাযিলের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাগুলো হলো:

- মুশরিকদের প্রশ্ন: মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রবের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তারা বলেছিল, "হে মুহাম্মাদ! আমাদেরকে তোমার রবের বংশ পরিচয়

দাও।" অথবা তারা জিজ্ঞেস করেছিল, "তিনি কিসের তৈরি? স্বর্ণের, রৌপ্যের নাকি অন্য কিছুর?" এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ইখলাস নাযিল করেন, যেখানে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, অমুখাপেক্ষিতা এবং তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই - এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

- ইয়াহুদীদের প্রশ্ন: কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তারা বলেছিল, "আমাদের রব এমন এমন, তাহলে তোমাদের রব কেমন?" তাদের উত্তরে এই সূরা নাযিল হয়।
- নজরানের খ্রিস্টানদের প্রশ্ন: কেউ কেউ বলেন যে নজরানের খ্রিস্টানরা আল্লাহর ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে এর উত্তরে এই সূরা নাযিল হয়।

তবে, প্রথমোক্ত কারণটি অর্থাৎ মুশরিকদের প্রশ্ন করাই সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। এই সূরা নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর একত্ববাদকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন এবং সকল প্রকার শিরক ও বহু ঈশ্বরবাদের ধারণা বাতিল করেন।

সূরা আল-ইখলাস ছোট্ট হলেও এর তাৎপর্য অনেক গভীর। এই সূরায় আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে এমন মৌলিক ধারণা দেওয়া হয়েছে যা তাওহীদের মূল ভিত্তি। এই কারণে এই সূরাকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে।

١٦ .السؤال: ما هي أهم التعاليم في سورة الحجرات؟ وما هي التوجيهات المقدمة في هذه السورة بشأن العلاقات بين المسلمين؟

১৬. প্রশ্ন: সূরা আল-হুজুরাতের (الْحُجُرَات) মূল শিক্ষাগুলো কী কী? এই সূরায় মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: সূরা আল-হুজুরাতের মূল শিক্ষাগুলো হলো মুসলিমদের পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা, গীবত ও অপবাদ পরিহার করা, সন্দেহ পোষণ থেকে বিরত থাকা, একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং বংশ ও বর্ণের অহংকার ত্যাগ করা। এই সূরায় মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে একে অপরের সাথে উত্তম আচরণ করতে, ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করতে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো ফাসেক ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে এলে তা যাচাই করারও তাগিদ দেওয়া হয়েছে, যাতে অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি না হয়।

١٧. السؤال: ما هما النعمتان الهامتان اللتان ذكرهما الله تعالى في بداية سورة الرحمن؟ ولماذا؟

১৭. প্রশ্ন: সূরা আর-রহমানের (الرَّحْمٰن) শুরুতে আল্লাহ তাআলা কোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন এবং কেন?

উত্তর: সূরা আর-রহমানের শুরুতে আল্লাহ তাআলা দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন: কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং মানুষ সৃষ্টি করা। এই দুটি অনুগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, কুরআন হলো মানবজাতির জন্য হেদায়েতের মূল উৎস, যা মানুষকে সঠিক পথ দেখায় এবং আল্লাহর পরিচয় দান করে। আর মানুষ হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যাকে তিনি জ্ঞান ও বিবেক দান করেছেন যাতে সে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে পারে। এই দুটি অনুগ্রহের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

١٨ .السؤال: ما هو مغزى الآيات الثلاث الأخيرة (٢٢-٢٤) من سورة الحشر؟ وكم عدد أسماء الله الحسنى المذكورة في هذه الآيات؟ وما هي؟

১৮. প্রশ্ন: সূরা আল-হাশরের (الْحَشْر) শেষ তিন আয়াতের (আয়াত ২২-২৪) তাৎপর্য বর্ণনা কর। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলার কয়টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেগুলো কী কী?

উত্তর: সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলার অনেক গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাঁর একত্ববাদ, ক্ষমতা, জ্ঞান ও মহত্ত্বের প্রমাণ বহন করে। উল্লেখযোগ্য কিছু নাম হলো: আল্লাহ, আর-রাহমান, আর-রাহীম, আল-মালিক, আল-কুদ্দুস, আস-সালাম, আল-মু'মিন, আল-মুহাইমিন, আল-আযীয, আল-জাব্বার, আল-মুতাকাব্বির, আল-বারী, আল-মুসাওবির, আল-গাফ্ফার, আল-কাহ্হার, আল-ওয়াহ্হাব, আর-রাযযাক, আল-ফাত্তাহ, আল-আলীম, আল-কাবিদ, আল-বাসিত, আল-খাফিদ, আর-রাফি', আল-মু'ইয, আল-মুযিল, আস-সামী', আল-বাসীর, আল-হাকাম, আল-'আদল, আল-লাতীফ, আল-খাবীর, আল-হালীম, আল-'আযীম, আল-গাফূর, আশ-শাকূর, আল-'আলিয়্য, আল-কাবীর, আল-হাফীয, আল-মুকীত, আল-হাসীব, আল-জালীল, আল-কারীম, আর-রাকীব, আল-মুজীব, আল-ওয়াসি', আল-হাকীম, আল-ওয়াদূদ, আল-মাজীদ, আল-বা'ইস, আশ-শাহীদ, আল-হাক্ক, আল-ওয়াকীল, আল-কাবী, আল-মাতীন, আল-ওয়ালিয়্য, আল-হামীদ, আল-মুহসী, আল-মুবদি', আল-মু'ঈদ, আল-মুহ্‌يي, আল-মুমীত, আল-হাইয়্য, আল-কাইয়ূম, আল-ওয়াজিদ, আল-মাজিদ, আল-ওয়াহিদ, আস-সামাদ, আল-কাদির, আল-মুকতাদির, আল-মুকাদ্দিম, আল-মু'আখখির, আল-আউয়াল, আল-আখির, আয-যাহির, আল-বাতিন, আল-ওয়ালী, আল-মুতা'আলী, আল-বার্র, আত-তাওয়্যাব, আল-মুন্তাকিম, আল-'আফুউ, আর-রাউফ, মালিকুল মুলক, যুল জালালি ওয়াল ইকরাম, আল-মুকসিত, আল-জামি', আল-গানিয়্য, আল-মুগনী, আল-মানি', আদ-দ্বার্র, আন-নাফি', আন-নূর, আল-হাদী, আল-বাদী', আল-বাকি, আল-ওয়ারিস, আর-রাশid, আস-সাবূর। এই নামগুলো আল্লাহর পূর্ণতা ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

١٩ .السؤال: كيف كان رد فعل الجن تجاه القرآن في بداية سورة الجن؟ وما الدرس الذي نتعلمه من ذلك؟

১৯. প্রশ্ন: সূরা আল-জিন (الْجِنّ) এর শুরুতে জিনদের কুরআনের প্রতি কেমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে? এর মাধ্যমে আমরা কী শিক্ষা লাভ করি?

উত্তর: সূরা আল-জিনের শুরুতে জিনদের একটি দল কুরআনের তেলাওয়াত শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে এবং বলে যে তারা এক আশ্চর্য কুরআন শুনেছে, যা সরল পথের দিশা দেয়। এরপর তারা ঈমান আনে এবং তাদের সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকেও ঈমানের দাওয়াত দেয়। এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করি যে সত্যের আহ্বান যখন কারো কাছে পৌঁছায়, তখন তা গ্রহণ করা উচিত, এমনকি যদি আহ্বানকারী মানুষ ছাড়াও অন্য কোনো সৃষ্টি হয়। জিনদের এই ঘটনা কুরআনুল কারীমের বিশ্বজনীনতা এবং এর অলৌকিক প্রভাবের প্রমাণ বহন করে।

٢٠ .السؤال: ما هي الرسالة الرئيسية لسورة الناس؟ ومن أي شر يُطلب من الإنسان الاستعاذة بالله في هذه السورة؟

২০. প্রশ্ন: সূরা আন-নাসের (النَّاس) মূল বার্তা কী? এই সূরায় মানুষ কিসের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: সূরা আন-নাসের মূল বার্তা হলো আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এই সূরায় মানুষ জিন ও মানুষের মধ্য থেকে কুমন্ত্রণাদাতাদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া অপরিহার্য। এই সূরাটি আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে একমাত্র তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব তুলে ধরে।

▪ ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:

১. প্রশ্ন: (ما هي أهم موضوعات سورة الشورى؟) সূরা শুরার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলো কী কী?

উত্তর: সূরা শুরার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শরীয়ত প্রণয়ন, রিসালাতের সত্যতা, আল্লাহর একত্ববাদ ও অসীম ক্ষমতা, মুমিনদের গুণাবলি (যেমন – পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, ক্ষমা করা), কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং অবিশ্বাসীদের পরিণতি।

দলীল: এই বিষয়গুলো সূরার বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: শরীয়ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে আয়াত (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ1 ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ)2 [সূরা আশ-শুরা: ১৩]। মুমিনদের গুণাবলির ক্ষেত্রে আয়াত (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [সূরা আশ-শুরা: ৩৮]।

২. প্রশ্ন: (ما معنى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾؟) "লাইসা কামিছলিহি শাইয়ুন ওয়া হুয়াস সামিউল বাসির" - এই আয়াতের অর্থ কী?

উত্তর: এই আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র মতো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অতুলনীয় সত্তা এবং তাঁর শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে।

দলীল: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [সূরা আশ-শুরা: ১১]। এই আয়াতটি আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীতে তাঁর একত্ব ও অতুলনীয়তা প্রমাণ করে।

৩. প্রশ্ন: (اذكر بعض صفات المؤمنين كما وردت في سورة الشورى.) সূরা শুরার আলোকে মুমিনদের কিছু গুণাবলি উল্লেখ করো।

উত্তর: সূরা শুরার আলোকে মুমিনদের কিছু গুণাবলি হলো: যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয় ও সালাত কায়েম করে, যারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে দান করে এবং যখন তাদের উপর কোনো জুলুম হয় তখন তারা তার প্রতিবাদ করে।

দলীল: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ)3 [সূরা আশ-শুরা: ৩৮-৩৯]।

৪. প্রশ্ন: (ما هي الحكمة من ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم؟) কুরআনে কারীমে নবীদের কাহিনী উল্লেখ করার হিকমত কী?

উত্তর: কুরআনে কারীমে নবীদের কাহিনী উল্লেখ করার প্রধান হিকমত হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া, পূর্ববর্তী নবীদের পথে অবিচল থাকার প্রেরণা যোগানো, তাঁদের দাওয়াতের পদ্ধতি ও বিরোধিতাকারীদের পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং মুমিনদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করা।

দলীল: (وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ)4 [সূরা হুদ: ১২০]। এই আয়াত নবীদের কাহিনী বর্ণনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য তুলে ধরে।

৫. প্রশ্ন: (ما المقصود بالفتنة في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾؟) "ওয়া'লামূ আন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনাহ" - এই আয়াতে "ফিতনাহ" দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর: এই আয়াতে "ফিতনাহ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষা। অর্থাৎ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এর মাধ্যমে দেখা হয় কে আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর অবিচল থাকে এবং কে পার্থিব মোহে আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়।

দলীল: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) [সূরা আল-আনফাল: ২৮]। এখানে ফিতনাকে পরীক্ষা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. প্রশ্ন: (ما هي أهمية التوكل على الله في حياة المسلم؟) একজন মুসলিমের জীবনে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব কী?

উত্তর: একজন মুসলিমের জীবনে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব অপরিসীম। তাওয়াক্কুল ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে এবং সকল কাজে তাঁর সাহায্য কামনা করে। তাওয়াক্কুল মানুষকে মানসিক প্রশান্তি দান করে এবং কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণের শক্তি যোগায়।

দলীল: (وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) [সূরা আল-মায়িদাহ: ২৩]। এই আয়াত মুমিনদের আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দেয়।

৭. প্রশ্ন: (اذكر بعض مظاهر قدرة الله تعالى كما جاءت في سورة الزخرف.) সূরা যুখরুফে বর্ণিত আল্লাহর কুদরতের কিছু নিদর্শন উল্লেখ করো।

উত্তর: সূরা যুখরুফে বর্ণিত আল্লাহর কুদরতের কিছু নিদর্শন হলো: আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি, বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে জীবিত করা, বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করা, নৌযান ও অন্যান্য বাহনের সৃষ্টি, যা মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে।

দলীল: সূরা যুখরুফের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্‌র এই নিদর্শনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ * وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ)5 [সূরা আয-যুখরুফ: ১০-১২]।

৮. প্রশ্ন: (ما هو جزاء المتكبرين في الآخرة كما ورد في القرآن الكريم؟) কুরআনে কারীমের আলোকে অহংকারীদের আখিরাতের শাস্তি কী?

উত্তর: কুরআনে কারীমের আলোকে অহংকারীদের আখিরাতের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখানে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হবেন এবং তাদের কোনো অজুহাত গ্রহণ করা হবে না।

দলীল: (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) [সূরা গাফির: ৬০]। এই আয়াত অহংকারীদের জাহান্নামে প্রবেশের কথা উল্লেখ করে।

৯. প্রশ্ন: (ما هي دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام؟) সকল নবী ও রাসূলগণের (আঃ) দাওয়াত কী ছিল?

উত্তর: সকল নবী ও রাসূলগণের (আঃ) মূল দাওয়াত ছিল তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। তাঁরা মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর সাথে কোনো শরীক না করার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়াও তাঁরা সৎকর্ম করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন।

দলীল: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫]। এই আয়াত সকল রাসূলের মূল দাওয়াত তাওহীদ হওয়ার কথা স্পষ্ট করে।

১০. প্রশ্ন: (ما المقصود بالصراط المستقيم؟) সিরাতুল মুস্তাকীম বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: সিরাতুল মুস্তাকীম বলতে সরল পথ বোঝানো হয়েছে। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সেই পথ, যা অনুসরণ করলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে পারে। এটি কুরআন ও সুন্নাহর পথ।

দলীল: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) [সূরা আল-ফাতিহা: ৬-৭]। এই আয়াতে সিরাতুল মুস্তাকীমকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের পথ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. প্রশ্ন: (اذكر بعض الآداب التي يجب على المسلم مراعاتها عند الدعاء.) দুআ করার সময় একজন মুসলিমের কী কী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা উচিত?

উত্তর: দুআ করার সময় একজন মুসলিমের কিছু আদব মেনে চলা উচিত, যেমন – একাগ্রচিত্তে ও মনোযোগের সাথে দুআ করা, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূল (সাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করা, বিনীতভাবে ও কাকুতি মিনতির সাথে দুআ করা, হারাম খাদ্য ও পানীয় পরিহার করা এবং দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

দলীল: কুরআন ও হাদীসে দুআর বিভিন্ন আদব সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [সূরা আল-আরাফ: ৫৫]। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও দরুদ পাঠ করার কথা বলেছেন।

১২. প্রশ্ন: (ما هي أهمية الاستغفار في حياة المسلم؟) একজন মুসলিমের জীবনে ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা) গুরুত্ব কী?

উত্তর: একজন মুসলিমের জীবনে ইস্তিগফারের গুরুত্ব অপরিসীম। ইস্তিগফারের মাধ্যমে বান্দা তার কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং এর ফলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। ইস্তিগফার রিযিক বৃদ্ধি করে, বিপদাপদ দূর করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।

দলীল: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)6 [সূরা নূহ: ১০-১২]। এই আয়াত ইস্তিগফারের ফলস্বরূপ বিভিন্ন উপকারিতার কথা উল্লেখ করে।

১৩. প্রশ্ন: (ما هي بعض العلامات الصغرى ليوم القيامة كما وردت في الأحاديث النبوية؟) হাদীসে নববীর আলোকে কিয়ামতের ছোট কিছু আলামত উল্লেখ করো।

উত্তর: হাদীসে নববীর আলোকে কিয়ামতের ছোট কিছু আলামত হলো: ইলম কমে যাওয়া, মূর্খতা বেড়ে যাওয়া, ব্যভিচার ও মদ্যপান বৃদ্ধি পাওয়া, আমানতের খেয়ানত হওয়া, ফিতনা-ফাসাদ বেড়ে যাওয়া এবং সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসা।

দলীল: সহীহ বুখারী ও মুসলিমে কিয়ামতের ছোট আলামত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১৪. প্রশ্ন: (ما المقصود بالحساب في يوم القيامة؟) কিয়ামতের দিন হিসাব বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: কিয়ামতের দিন হিসাব বলতে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ তা'আলার সামনে সকল মানুষের তাদের কৃতকর্মের হিসাব দেওয়া। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় তার ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিদান পাবে।

দলীল: (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) [সূরা আল-গাশিয়া: ২৫-২৬]। এই আয়াত মানুষের প্রত্যাবর্তন ও হিসাব গ্রহণের কথা উল্লেখ করে।

১৫. প্রশ্ন: (ما هي أهمية الصبر في الإسلام؟) ইসলামে সবরের (ধৈর্য) গুরুত্ব কী?

উত্তর: ইসলামে সবরের গুরুত্ব অনেক। সবর ঈমানের অর্ধেক। এর মাধ্যমে মানুষ বিপদাপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে। সবর জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম।

দলীল: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ) [সূরা আল-বাকারা: ১৫৩]। এই আয়াতে সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৬. প্রশ্ন: (اذكر بعض الحقوق التي يجب على المسلم تجاه والديه.) একজন মুসলিমের উপর তার পিতা-মাতার কিছু অধিকার উল্লেখ করো।

উত্তর: একজন মুসলিমের উপর তার পিতা-মাতার কিছু অধিকার হলো: তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাঁদের কথা মান্য করা (আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী না হলে), তাঁদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাঁদের জন্য দুআ করা এবং তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের বন্ধুদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা।

দলীল: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ7 وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)8 [সূরা আল-ইসরা: ২৩-২৪]। এই আয়াত পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দেয়।

১৭. প্রশ্ন: (ما هي الحكمة من تحريم الغيبة والنميمة في الإسلام؟) ইসলামে গীবত (অপ্রত্যক্ষ নিন্দা) ও চোগলখোরী হারাম করার হিকমত কী?

উত্তর: ইসলামে গীবত ও চোগলখোরী হারাম করার হিকমত হলো সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা অটুট রাখা।

দলীল: (وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)9 [সূরা আল-হুজুরাত: ১২]। এই আয়াত গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করে এর ভয়াবহতা তুলে ধরে।

১৮. প্রশ্ন: (ما المقصود بالأمانة في الإسلام؟) ইসলামে আমানত বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: ইসলামে আমানত একটি ব্যাপক ধারণা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মানুষের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু, অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য, গোপন কথা এবং আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) বিধি-বিধান।

দলীল: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)10 [সূরা আন-নিসা: ৫৮]। এই আয়াত আমানত তার হকদারদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

১৯. প্রশ্ন: (اذكر بعض فوائد الصدقة في الدنيا والآخرة.) দুনিয়া ও আখিরাতে সাদকার কিছু উপকারিতা উল্লেখ করো।

উত্তর: দুনিয়াতে সাদকার কিছু উপকারিতা হলো: সম্পদ বৃদ্ধি হওয়া, বিপদাপদ দূর হওয়া, রোগমুক্তি লাভ করা এবং সমাজে ভালোবাসা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া। আর আখিরাতে এর প্রতিদান হলো জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।

দলীল: (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِ

২০. প্রশ্ন: (ما المقصود باليوم الآخر؟ وما هي أهميته في حياة المسلم؟) ইয়াওমুল আখির (শেষ দিবস) বলতে কী বোঝানো হয়েছে এবং একজন মুসলিমের জীবনে এর গুরুত্ব কী?

উত্তর: ইয়াওমুল আখির বলতে কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে, যেদিন সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে এবং তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। একজন মুসলিমের জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এই দিনের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তার দুনিয়ার জীবন পরিচালিত হয়। আখিরাতের ভয় তাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং জান্নাতের আশা সৎকর্মে উৎসাহিত করে।

দলীল: কুরআনের বহু আয়াতে ইয়াওমুল আখিরের কথা বলা হয়েছে। যেমন: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)1 [সূরা আল-বাকারা: ২৮৫]। এখানে ঈমানের স্তম্ভ হিসেবে আখিরাতের উপর বিশ্বাসের কথা উল্লেখ আছে।

২১. প্রশ্ন: (اذكر بعض الأمور التي يستحب للمسلم فعلها يوم الجمعة.) জুমুআর দিনে একজন মুসলিমের জন্য কিছু মুস্তাহাব কাজ উল্লেখ করো।

উত্তর: জুমুআর দিনে একজন মুসলিমের জন্য কিছু মুস্তাহাব কাজ হলো: গোসল করা, উত্তম পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মসজিদে আগেভাগে যাওয়া, সূরা আল-কাহফ তেলাওয়াত করা এবং রাসূল (সাঃ)-এর উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা।

দলীল: হাদীসে জুমুআর দিনের ফজিলত ও আমল সম্পর্কে বহু বর্ণনা রয়েছে।

২২. প্রশ্ন: (ما المقصود بالوسوسة؟ وكيف يحمي المسلم نفسه منها؟) ওয়াসওয়াসা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? একজন মুসলিম কিভাবে নিজেকে এর থেকে রক্ষা করবে?

উত্তর: ওয়াসওয়াসা হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ সৃষ্টি করা। একজন মুসলিম আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে, কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করে, উপকারী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে এবং নেককারদের সঙ্গ লাভের মাধ্যমে নিজেকে ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করতে পারে।

দলীল: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَٰهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ)2 [সূরা আন-নাস: ১-৬]। এই সূরা ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা দেয়।

২৩. প্রশ্ন: (ما هي أهمية الإخلاص في العبادة؟) ইবাদতের ক্ষেত্রে ইখলাসের (আন্তরিকতা) গুরুত্ব কী?

উত্তর: ইবাদতের ক্ষেত্রে ইখলাসের গুরুত্ব অপরিসীম। ইখলাস ছাড়া কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইখলাস হলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করা এবং লোক দেখানো বা অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত থাকা।

দলীল: 3(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৫]। এই আয়াতে ইখলাসের সাথে ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২৪. প্রশ্ন: (اذكر بعض الآيات التي تتحدث عن فضل القرآن الكريم.) কুরআনে কারীমের ফজিলত সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করো।

উত্তর: কুরআনে কারীমের ফজিলত সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত হলো: (إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا) [সূরা আল-ইসরা: ৯], (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [সূরা সোয়াদ: ২৯]।4

২৫. প্রশ্ন: (ما المقصود بالرفث والفسوق والعصيان في الحج؟) হজের সময় রাফাস, ফুসুক ও ইসয়ান বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: হজের সময় রাফাস বলতে অশ্লীল কথাবার্তা ও স্ত্রী সহবাস বোঝানো হয়েছে। ফুসুক বলতে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও শরীয়ত বিরোধী কাজ বোঝানো হয়েছে। আর ইসয়ান বলতে ঝগড়া-বিবাদ ও অন্যায় আচরণ বোঝানো হয়েছে। হজের সময় এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরি।

দলীল: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)6 [সূরা আল-বাকারা: ১৯৭]।5

২৬. প্রশ্ন: (ما هي الحكمة من مشروعية الأذان؟) আযানের প্রবর্তনের হিকমত কী?

উত্তর: আযানের প্রবর্তনের হিকমত হলো সালাতের সময় হওয়ার ঘোষণা দেওয়া, মুসলিমদের জামাতে সালাত আদায়ের জন্য আহ্বান করা এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূল (সাঃ)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া।

দলীল: হাদীসে আযানের ফজিলত ও তাৎপর্য সম্পর্কে বহু বর্ণনা রয়েছে।

২৭. প্রশ্ন: (ما المقصود بالصد عن سبيل الله؟ وما هو جزاء من يفعل ذلك؟) আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে? যারা এই কাজ করে তাদের শাস্তি কী?

উত্তর: আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া বলতে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা, দ্বীনের প্রচার-প্রসারে বাধা সৃষ্টি করা এবং মুসলিমদের উপর জুলুম করা বোঝানো হয়েছে। যারা এই কাজ করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

দলীল: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৪]।

২৮. প্রশ্ন: (اذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى ضلال الإنسان.) মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার কিছু কারণ উল্লেখ করো।

উত্তর: মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার কিছু কারণ হলো: কুপ্রবৃত্তি ও নফসের অনুসরণ, শয়তানের প্ররোচনা, দুনিয়ার প্রতি অত্যাধিক মোহ, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা, বিদ্বেষ ও অহংকার এবং খারাপ সঙ্গ।

দলীল: কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯. প্রশ্ন: (ما هي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام؟) ইসলামে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব কী?

উত্তর: ইসলামে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটি মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য এবং সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অপরিহার্য। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজে ভালো কাজ প্রসারিত হয় এবং খারাপ কাজ দূরীভূত হয়।

দলীল: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ)7 [সূরা আলে-ইমরান: ১১০]।

৩০. প্রশ্ন: (ما المقصود بالهوى؟ وكيف يؤثر على الإنسان؟) হাওয়া (কুপ্রবৃত্তি) বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এটি কিভাবে মানুষের উপর প্রভাব ফেলে?

উত্তর: হাওয়া হলো মানুষের অন্যায় desires ও প্রবৃত্তি। এটি মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করে, অন্যায় ও পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে প্ররোচিত করে।

দলীল: (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)8 [সূরা সোয়াদ: ২৬]।

৩১. প্রশ্ন: (اذكر بعض حقوق المسلم على المسلم.) একজন মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের কিছু অধিকার উল্লেখ করো।

উত্তর: একজন মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের কিছু অধিকার হলো: অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, হাঁচির উত্তর দেওয়া, বিপদাপদে সাহায্য করা, দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং কল্যাণ কামনা করা।

দলীল: সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এই অধিকারগুলো সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩২. প্রশ্ন: (ما هي الحكمة من تحريم المسكرات والمخدرات في الإسلام؟) ইসলামে নেশাদার দ্রব্য ও মাদকদ্রব্য হারাম করার হিকমত কী?

উত্তর: ইসলামে নেশাদার দ্রব্য ও মাদকদ্রব্য হারাম করার হিকমত হলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও শারীরিক সুস্থতা রক্ষা করা, সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ প্রবণতা রোধ করা এবং পারিবারিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে বাঁচানো।

দলীল: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)9 [সূরা আল-মায়িদাহ: ৯০]।

৩৩. প্রশ্ন: (ما المقصود باليأس من روح الله؟ وهل يجوز للمسلم أن ييأس؟) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে? একজন মুসলিমের জন্য কি নিরাশ হওয়া জায়েজ?

উত্তর: আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া মানে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া থেকে হতাশ হওয়া। একজন মুসলিমের জন্য কখনোই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া জায়েজ নয়, কারণ আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও পরম দয়ালু।

দলীল: (وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) [সূরা ইউসুফ: ৮৭]।

৩৪. প্রশ্ন: (اذكر بعض فضائل الذكر والدعاء.) যিকর (আল্লাহর স্মরণ) ও দুআর কিছু ফজিলত উল্লেখ করো।

উত্তর: যিকর ও দুআর কিছু ফজিলত হলো: আল্লাহর নৈকট্য লাভ, মানসিক প্রশান্তি অর্জন, গুনাহ মাফ হওয়া, রিযিক বৃদ্ধি হওয়া এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া।

দলীল: কুরআনের বহু আয়াতে যিকর ও দুআর ফজিলতের কথা বলা হয়েছে। যেমন: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) [সূরা আল-বাকারা: ১৫২], (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) [সূরা গাফির: ৬০]।

৩৫. প্রশ্ন: (ما المقصود بالفتنة في الدين؟ وكيف يحذر المسلم منها؟) দ্বীনের ক্ষেত্রে ফিতনা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? একজন মুসলিম কিভাবে এর থেকে সাবধান থাকবে?

উত্তর: দ্বীনের ক্ষেত্রে ফিতনা বলতে ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে পরীক্ষা, বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় বোঝানো হয়েছে। একজন মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে, আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়ে, সৎসঙ্গ অবলম্বন করে এবং ফিতনাহ সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো থেকে দূরে থেকে এর থেকে সাবধান থাকতে পারে।

দলীল: কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ফিতনার ভয়াবহতা ও তা থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩৬. প্রশ্ন: (اذكر بعض الآداب المتعلقة بالمسجد.) মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু আদব উল্লেখ করো।

উত্তর: মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু আদব হলো: পবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা, মসজিদে শান্ত ও ভদ্রভাবে থাকা, উচ্চস্বরে কথা না বলা, দুনিয়াবী কথাবার্তা পরিহার করা, সালাতের জন্য অপেক্ষা করা এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দরুদ পাঠ করা।

দলীল: হাদীসে মসজিদের আদব সম্পর্কে বহু নির্দেশনা রয়েছে।

৩৭. প্রশ্ন: (ما هي أهمية التوبة في الإسلام؟ وما هي شروطها؟) ইসলামে তাওবার (অনুশোচনা) গুরুত্ব কী? এর শর্তগুলো কী কী?

উত্তর: ইসলামে তাওবার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ ভুল করা স্বাভাবিক, তবে তাওবার মাধ্যমে সে তার ভুল সংশোধন করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারে। তাওবার শর্তগুলো হলো: গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, তাৎক্ষণিকভাবে গুনাহ ত্যাগ করা, ভবিষ্যতে আর সেই গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং যদি গুনাহটি অন্যের অধিকারের সাথে জড়িত থাকে তবে তার হক ফিরিয়ে দেওয়া বা ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

দলীল: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) [সূরা আশ-শুরা: ২৫]।

৩৮. প্রশ্ন: (ما المقصود بالشرك الأصغر والأكبر؟) ছোট শিরক ও বড় শিরক বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: বড় শিরক হলো আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা, যা ঈমান ধ্বংস করে দেয়। যেমন – আল্লাহ্‌র পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদত করা। ছোট শিরক হলো এমন কাজ যা বাহ্যিকভাবে শিরকের মতো মনে হয় কিন্তু বড় শিরকের পর্যায়ে পড়ে না। যেমন – লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা (রিয়া)।

দলীল: কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে শিরকের ভয়াবহতা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৯. প্রশ্ন: (اذكر بعض الأسباب التي تجلب محبة الله للعبد.) কিছু কারণ উল্লেখ করো যা বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা আকর্ষণ করে।

উত্তর: কিছু কারণ যা বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা আকর্ষণ করে তা হলো: আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও সৎকর্ম করা, বেশি বেশি নফল ইবাদত করা, আল্লাহর যিকর করা, কুরআন তেলাওয়াত করা ও তা নিয়ে চিন্তা করা, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা পোষণ করা এবং সর্বদা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

দলীল: হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি।"

৪০. প্রশ্ন: (ما المقصود بالابتلاء في حياة المسلم؟ وما هي حكمته؟) একজন মুসলিমের জীবনে Ibtila (পরীক্ষা) বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এর হিকমত কী?

উত্তর: একজন মুসলিমের জীবনে Ibtila বলতে বিভিন্ন ধরণের বিপদাপদ, কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া বোঝানো হয়েছে। এর হিকমত হলো ঈমান পরীক্ষা করা, গুনাহ মাফ করা, মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং আল্লাহর প্রতি আরও বেশি প্রত্যাবর্তন করানো।

দলীল: 10(وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) [সূরা আল-বাকারা: ১৫৫]।

৪১. প্রশ্ন: (اذكر بعض علامات حب الله للعبد.) বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার কিছু নিদর্শন উল্লেখ করো।

উত্তর: বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার কিছু নিদর্শন হলো: তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করা, সৎকর্মে তাওফিক দান করা, খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখা, মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা এবং বিপদাপদের সময় তাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করা।

দলীল: হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরাঈল (আঃ)-কে ডেকে বলেন যে তিনি অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালোবাসো। এরপর জিবরাঈল (আঃ) তাকে ভালোবাসেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন। ফলে পৃথিবীতেও তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

- **গ) বিস্তারিত প্রশ্ন:** (প্রশ্ন হবে কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট) ২টি থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১০=১০

١- اكتب تبلة من حياة العلامة الصابوني مع خدماته في علم التفسير

- **আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী (রহ.): জীবন ও তাফসীর শাস্ত্রে অবদান**

বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী (রহ.)। ১৯৩০ সালে জ্ঞানচর্চার উর্বর ভূমি সিরিয়ার আলেপ্পোতে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে তাঁর শুভ জন্ম হয়। তাঁর পিতা, শায়খ আব্দুল কাদের আস-সাবুনী (রহ.), ছিলেন একজন প্রথিতযশা আলেম, যাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পুত্রকে আলোকিত পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছিল। পিতার সান্নিধ্যে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয় এবং আলেপ্পোর বিদ্বানমণ্ডলীর কাছে তিনি ইলমের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান আহরণ করেন। জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে মিশরের সুবিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শরী'আহ অনুষদে টেনে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে ইসলামী শরীয়াহর গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এই জ্ঞানভান্ডার পরবর্তীতে তাঁর তাফসীর চর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

আল-আজহারের শিক্ষা সমাপ্তির পর আল্লামা সাবুনী (রহ.) স্বদেশে ফিরে এসে শিক্ষকতার মহান পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। এরপর তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার তীর্থস্থান মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। এই সময়কালে তিনি ইলমুত তাফসীরের খেদমতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেন এবং এমন সব কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেন যা বিশ্বজুড়ে জ্ঞানপিপাসু মুসলিমদের কাছে আজও পথের দিশা স্বরূপ।

ইলমুত তাফসীরে আল্লামা সাবুনী (রহ.)-এর অবদান এক স্বর্ণালী অধ্যায়। তিনি কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী শৈলী উদ্ভাবন করেন, যা জটিল বিষয়গুলোকেও সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তোলে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো জ্ঞানের গভীরতা এবং উপস্থাপনার মাধুর্যের এক অপূর্ব সমন্বয়। **তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ নিম্নরূপ:**

- সাফওয়াতুত তাফাসীর (صفوة التفاسير): এটি আল্লামা সাবুনী (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই সুবিশাল তাফসীর গ্রন্থটি কুরআনের প্রতিটি আয়াতের বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মাসলাকগত বিতর্কে না জড়িয়ে কেবল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতির আলোকে কুরআনের মর্মার্থ তুলে ধরা। সহজ ভাষা ও সাবলীল

উপস্থাপনার কারণে এই গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে আলেম-উলামা পর্যন্ত সকলের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

- আয়াতুল আহকাম মিন সাফওয়াতিত তাফাসীর (آيات الأحكام من صفوة التفاسير): "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এর নির্বাচিত অংশ নিয়ে গঠিত এই গ্রন্থটি শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কিত আয়াতগুলোর বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করে। ফিকহী মাসায়েল অনুধাবন করার জন্য এটি একটি অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।
- আল-মুন্তাখাব ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (المنتخب في تفسير القرآن الكريم): এটি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ তাফসীর গ্রন্থ, যা আধুনিক ব্যস্ত জীবনে কুরআনের মূল বার্তা সহজে উপলব্ধি করার জন্য বিশেষভাবে প্রণীত। এর প্রাঞ্জল ভাষা ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সর্বস্তরের পাঠকের কাছে একে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।
- আত-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুরআন (التبيان في علوم القرآن): এই মূল্যবান গ্রন্থটি কুরআনের বিভিন্ন জ্ঞান শাখা, যেমন—নাযিলের প্রেক্ষাপট, মাক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য, কুরআনের অলৌকিকতা, রহিতকারী ও রহিতকৃত আয়াত ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি দিকনির্দেশক গ্রন্থ।

আল্লামা সাবুনী (রহ.)-এর তাফসীর গ্রন্থগুলোর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো:

- সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা: তিনি জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষাশৈলী পরিহার করে অত্যন্ত সহজ ও আকর্ষণীয় ভাষায় কুরআনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।
- সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা: তিনি প্রতিটি আয়াতের মূল অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সুস্পষ্ট যুক্তির মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন।
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসরণ: তিনি মাসলাকগত সংকীর্ণতা পরিহার করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
- সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের প্রাসঙ্গিকতা: তাঁর ব্যাখ্যায় অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার কুরআনভিত্তিক সমাধান ও দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়।

ইলমুত তাফসীরের এই মহান সাধক ১৪৪১ হিজরীর ১৪ই মার্চ (২০২১ সালের ৮ই মার্চ) তুরস্কের ইস্তাম্বুলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহকে আলোকিত করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন এবং ইলমে দ্বীনের এই খাদেমের অবদান কবুল কর।

٢- اكتب خصائص " صفوة التفاسير" مع ذكر مكانته في كتب التفاسير

▪ "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এর বৈশিষ্ট্য ও তাফসীর গ্রন্থাবলীতে এর মর্যাদা

আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী (রহ.) রচিত "সাফওয়াতুত তাফাসীর" (صفوة التفاسير) সমকালীন বিশ্বে কুরআনুল কারীমের অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটিকে অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ থেকে আলাদা করেছে এবং তাফসীরের জগতে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

"সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. সহজ ও সরল ভাষা (السهولة والوضوح في اللغة): "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজ ও সরল ভাষা। আল্লামা সাবুনী (রহ.) জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষাশৈলী পরিহার করে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কুরআনের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এর ফলে সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে আলেম-উলামা পর্যন্ত সকলেই এই তাফসীর থেকে উপকৃত হতে পারে।

২. সুস্পষ্ট ও সারগর্ভ ব্যাখ্যা (الإيجاز والشمول في التفسير): তাফসীরটিতে প্রতিটি আয়াতের মূল অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ আলোচনা পরিহার করে তিনি আয়াতের মূল বক্তব্য এবং তার শিক্ষণীয় দিকগুলো সংক্ষেপে অথচ পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করেছেন।

3. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসরণ (الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة): আল্লামা সাবুনী (রহ.) মাসলাকগত বিতর্কে না জড়িয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ আকীদা ও মানহাজের উপর ভিত্তি করে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এর ফলে এটি একটি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য তাফসীর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।
4. আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা (مراعاة السياق القرآني وأسباب النزول): তাফসীরটিতে প্রতিটি আয়াতের পূর্বের ও পরের আয়াতের সাথে সম্পর্ক এবং আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট (আসাবাবুন নুযুল) বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আয়াতের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করা সহজ হয়।
5. গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা (العناية بالجوانب اللغوية الهامة): আল্লামা সাবুনী (রহ.) কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক দিকগুলো, যেমন—শব্দের আভিধানিক অর্থ, ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন, যা আয়াতের গভীরতা বুঝতে সহায়ক।

6. সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা (الربط بالقضايا المعاصرة بشكل غير مباشر): যদিও এটি মূলত ঐতিহ্যবাহী তাফসীর, তবে অনেক ক্ষেত্রে আল্লামা সাবুনী (রহ.) সমসাময়িক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা এই তাফসীরকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।
7. উদ্ধৃতির নির্ভরযোগ্যতা (الاعتماد على المصادر الموثوقة): তাফসীরটিতে কুরআনের ব্যাখ্যা, হাদীস ও সাহাবা-তাবেঈনদের উক্তি নির্ভরযোগ্য সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

তাফসীর গ্রন্থাবলীতে "সাফওয়াতুত তাফাসীর"-এর মর্যাদা:

"সাফওয়াতুত তাফাসীর" তাফসীর গ্রন্থাবলীতে এক বিশেষ ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

- ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা (القبول الواسع): এটি বিশ্বজুড়ে মুসলিমScholar ও সাধারণ পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বহু ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।
- সহজলভ্যতা (سهولة الوصول): এর সরল ভাষা ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার কারণে এটি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য কুরআন বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।
- নির্ভরযোগ্যতা (الموثوقية): আহলুস সুন্নাহর মানহাজ অনুসরণ এবং নির্ভরযোগ্য উৎসের উপর নির্ভর করার কারণে এটি একটি বিশ্বস্ত তাফসীর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- বহু ভাষায় অনুবাদ (الترجمة إلى لغات متعددة): এর গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তার কারণে এটি বিশ্বের বহু প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যা এর উপকারিতাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে।
- শিক্ষাগত মূল্য (القيمة التعليمية): ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং শিক্ষার্থীদের কুরআন অনুধাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, "সাফওয়াতুত তাফাসীর" কেবল একটি তাফসীর গ্রন্থই নয়, বরং এটি কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা। এর বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার কারণে এটি তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে এবং দীর্ঘকাল ধরে কুরআন অনুরাগী ও শিক্ষার্থীদের জন্য আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করবে।

কামিল (স্নাতকোত্তর তাফসীর প্রথম পর্ব পরীক্ষা-২০২৩

মডেল প্রশ্নপত্র

التفسير المعاصر-١
(আত-তাফসিরুল মুআসির-১)
الورقة الرابعة (৪র্থ পত্র)
বিষয় কোড: ৬২১১০৪

সময়: ৪ ঘন্টা **পূর্ণমান :১০০**

الملاحظة: أجب عن خمسة من مجموعة (أ) وعن عشرة من مجموعة (ب) وعن واحد من مجموعة (ج)
(ক অংশ হতে পাচটি খ অংশ হতে দশটি গ অংশ হতে দুটি)

(أ) مجموعة: ترجمة الآيات مع التفسير-٤٠
(ক. তাফসীর সহ আয়াতে অনুবাদ-৪০)

ترجم الآيات مع التفسير على ضوء صفوة التفاسير لمحمد على الصابوني (خمسة فقط)-
(মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী রচিত সফওয়াতু তাফাসির এর আলোকে ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ কর ০৫টি)

١- حم (١) عسق (٢) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٤) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٦)

٢-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

٣-الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)

٤- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

٥-تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (٥)

٦-سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (٩)

٧-إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

٨- أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

(ب) مجموعة: الأسئلة المؤجزة : ٥٠
(খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর-৫০)

أجب عن الأسئلة التالية (عشرة فقط)-

(নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও যে কোন দশটি)

١. ما المراد بقوله تعالى: حم (١) عسق (٢) ؟ اذكر أقوال العلماء فيه.

٢. ما المراد بالفتح في قوله تعالى: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) ؟ بين أقوال العلماء فيه.

٣. اذكر سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتبينوا ...

٤. لم قدم (علم القرآن) على قوله (خلق الإنسان)؟

٥. شرف الظهار بين بين كفارة الظهار بضوء القرآن الكريم.

٦. بين سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)

٧. مالمراد بقوله تعالى اوريل القرآن ترتيلا؟ بين حكم تلاوة القرآن مع الترتيل.

٨. بين سبب نزول قوله تعالى : (عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى...

٩. اكتب قصة "أصحاب الأخدود" بالاختصار.

١٠. فسر قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى على منهج أهل السنة والجماعة.

١١. ما المراد يشرح الصدر ؟ وهل وقع شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم مرة وقع ؟ بين

١٢. كيف قال الله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) والقرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة.

١٣. اكتب قصة أصحاب القبل" بالاختصار

١٤. ما المراد بالكوثر ؟ بين بضوء القرآن والسنة.

١٥. اكتب سبب نزول سورة الإخلاص

(ج) مجموعة : الأسئلة المفصلة : ١٠

(গ. বিস্তারিত প্রশ্নের উত্তর-১০)

أجب واحدة عن الأسئلة التالية-

(নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও যে কোন একটি)

١- اكتب تبلة من حياة العلامة الصابوني مع خدماته في علم التفسير

٢- اكتب خصائص " صفوة التفاسير" مع ذكر مكانته في كتب التفاسير